STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

অক্টোবর ২০১৬
নবপর্যায় ৪২
মূল্য ১০ টাকা
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

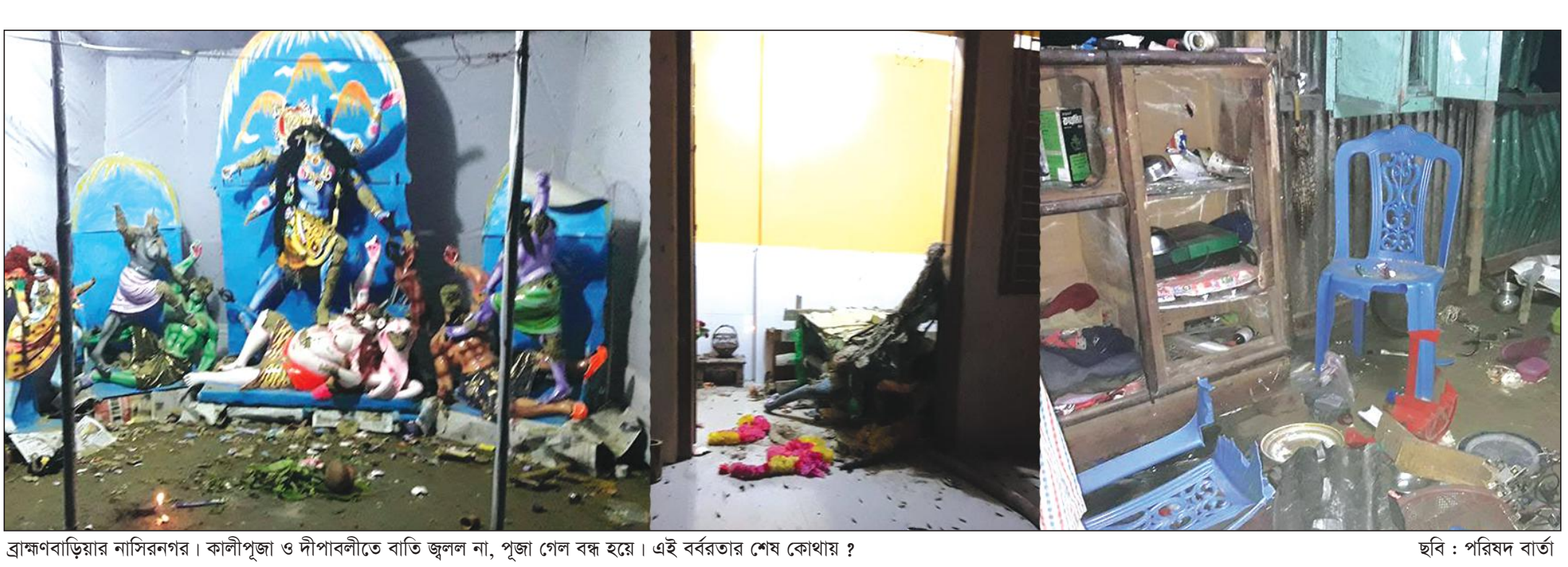
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর। কালীপূজা ও দীপাবলীতে বাতি জ্বলল না, পূজা গেল বন্ধ হয়ে। এই বর্বরতার শেষ কোথায়? ছবি : পরিষদ বার্তা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জে মন্দির ও বাড়িঘরে নারকীয় হামলা

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর উপজেলায় সাম্প্রদায়িক হামলায় ১৫টি মন্দির ও হিন্দু সম্প্রদায়ের দুশোরও বেশি বাড়িঘরে লুটপাট ও ভাংচুর করা হয়েছে। এ হামলায় আহত হয়েছেন পুরোহিতসহ শতাধিক নারী-পুরুষ। শিশুরাও হামলা থেকে রেহাই পায়নি। এ ঘটনার জের ধরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পাশের জেলা হবিগঞ্জের মাধবপুরেও চারটি মন্দির ও কয়েকটি বাড়িতে হামলা ও ভাংচুর করা হয়েছে। ৩০ অক্টোবর সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সদর থানার কয়েকটি এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।

অভিযোগ করা হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পবিত্র কাবা শরীফ নিয়ে কথিত এক অবমাননাকর পোষ্ট দেওয়ার কারণে এ হামলা চালানো হয়। ২৯ অক্টোবর উত্তেজনা ও বিক্ষোভের মুখে নাসিরনগরের হরিপুর ইউনিয়নের হরিণবেড় গ্রামের রসরাজ দাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। কিন্তু রসরাজ বলেছে, তার ফেসবুক পেজে ঢুকে অন্য কেউ ওই পোষ্ট দিয়েছে। এলাকাবাসী বলেছে, প্রশাসনের উদাসীনতায় এ ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ দাঁড়িয়ে হামলা প্রত্যক্ষ করেছে, কোন পদক্ষেপ নেয়নি। ফেজবুকের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২৯ অক্টোবর দুপুরের পর থেকেই উত্তেজনা ছড়ানো হয়, কিন্তু প্রশাসন গা করেনি। হামলার পর তিন পাটুন বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি), দুই শতাধিক পুলিশ এবং র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ন (র‍্যাব) মোতায়েন করা হয়। সর্বশেষ খবরে জানা যায়, আপাতত পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতংক ও উদ্বেগ বিরাজ করছে। আর এ উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে সারাদেশে।

জানা গেছে, আগের দিন ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী ৩০ অক্টোবর সকালে স্থানীয় ডিগ্রি কলেজ মোড়ে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের উপজেলা কমিটির আহ্বায়ক রিয়াজুল করিমের নেতৃত্বে এবং স্থানীয় খেলার মাঠে খাঁটি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সভাপতি মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। হামলার শিকার হিন্দুরা জানিয়েছেন, ওই দুই সমাবেশে অংশ নেওয়া লোকজনই সমাবেশের পর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালায়। উপজেলা সদর থানার আশপাশে দত্তপাড়া, পূর্বপাড়া, গাঙ্গলপাড়া,

পৃষ্ঠা ২

১৯ মন্দির ও দুশোরও বেশি বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত
পুলিশের ভূমিকা নিয়ে এলাকাবাসীর প্রশ্ন

ঐক্য পরিষদের বর্ধিত সভায় সরকারের প্রতি আহ্বান

সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে কঠোর ভূমিকা অব্যাহত রাখুন

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে বর্তমান কঠোর ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্যে সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। সভা থেকে আগামি জেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্যে সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

গত ২৮ অক্টোবর পরিষদের অন্যতম সভাপতি উষাতন তালুকদার এমপির সভাপতিত্বে ঢাকায় মনি সিং-ফরহাদ স্মৃতি ভবনে শহীদ তাজুল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় আগামি এপ্রিল মাসের মধ্যে নবম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সভায় ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের অস্তিত্ব রক্ষা ও সাংবিধানিক সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় গত ডিসেম্বরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মহাসমাবেশে গৃহীত ৭-দফা দাবি আদায়ে ধর্মীয় বৈষম্যবিরোধী মানবাধিকারের আন্দোলন জোরদারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

সভায় সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করেন এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত। আলোচনায় অংশ নেন- ড. অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক, ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু এমপি, হিউবার্ট গোমেজ, এ্যাড. সুব্রত চৌধুরী, অধ্যাপক রণজিত কুমার দে, মনীন্দ্র কুমার নাথ, নির্মল রোজারিও, এ্যাড. তাপস কুমার পাল, নির্মল কুমার চ্যাটার্জী, জয়ন্তী রায়, এ্যাড. দীপংকর ঘোষ,

পৃষ্ঠা ৭

অজয় রায় : এক সংগ্রামী অধ্যায়ের অবসান

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

দেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আমৃত্যু সংগ্রামী নেতা সাম্প্রদায়িকতা জঙ্গিবাদবিরোধী মঞ্চের সমন্বয়ক, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম উপদেষ্টা এবং সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সভাপতি অজয় রায় আর নেই। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেল এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক বিশাল অধ্যায়। বর্ষীয়ান এই জননেতা দীর্ঘ ৬ মাস যাবৎ

পৃষ্ঠা ২

ইতিহাসের আকর ব্যক্তিত্ব-অজয় রায়

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

অজয় রায়ের পৌনে শতাব্দীব্যাপী যাপিত জীবন ও সাধনা ছিল তিন রাষ্ট্র জুড়ে, অবিভক্ত ভারত, দ্বিজাতি তত্ত্বের পাকিস্তান এবং মুক্তিযুদ্ধের রক্তস্নাত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের পতন-বন্ধুর পথে। দীর্ঘ সময় জুড়ে মানবমুক্তির রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ ও স্বদেশ-সাধনায় আত্মনিয়োজিত থাকেন শ্রী রায়। 'তীরের অন্বেষায়' জ্ঞানমার্গের অনুশীলনে আমৃত্যু আত্মমগ্ন ছিলেন এই কর্মবীর সাধক। হাজার বছরের সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি গভীর মমতায় অন্তর দিয়ে তিনি লালন করে গেছেন। তাঁর মামা ও কাকা ছিলেন 'যুগান্তর'-যুক্ত অগ্নিযুগের বিপ্লবী-স্বাদেশিকতার আত্মনিবেদনের সেযুগের মহাযজ্ঞের সম্মোহনে এবং পারিবারিক জ্ঞানযোগীর ঐতিহ্য-আদর্শের আদলে গড়ে-ওঠা অজয় রায়ের মনোজগত পায় এক অনন্য মাত্রিকতা। শৈশব থেকে আমৃত্যু তাঁর পরিব্যপ্ত জীবনের খনিতুল্য অনভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ গভীর মনন ও চিন্তার অধিকারী এক অপোষহীন নীতিনিষ্ঠ দেশব্রতী আমরা পেলাম, প্রত্যক্ষ করলাম শোষিত-নির্যাতিত মানুষের এক মুক্তি-সাধককে। জাতিসত্তা, ভাষা-সংস্কৃতির প্রশ্নে তিনি ছিলেন শিকড়-অভিসন্দিৎসু। তাঁর মনোজগতের নৈতিক ভিত্তিভূমির দৃঢ়তার শক্তিশেলের খোঁজ মেলে। বৃটিশ ভারতের অগ্নিযুগের অগ্নিঝরা ঘটনাবহুল সময়ে অজয় রায়ের জন্ম ১৯২৮ সনের ৩০ ডিসেম্বর। তাঁর পৈতৃক বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদি থানার বনগ্রামে। এ অঞ্চলের ক্ষণজন্মা ব্যক্তিত্বদের মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায়, নিরোদ সি চৌধুরী প্রমুখ। অজয় রায়ের বাবার নাম প্রমথ নাথ রায়, মা কল্যাণী রায়।

পৃষ্ঠা ৪

কে বলে গো এই প্রভাতে নেই তুমি

জয়ন্তী রায়

অজয় রায়ের বাবা ডা. প্রমথ নাথ রায় বেনারশ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। তিনি চারটি ভাষা জানতেন খুব পন্ডিত লোক ছিলেন। তার মা কল্যাণী রায় স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বাবার কাছ থেকে পেয়ে মেধা আর মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে দেশাত্ববোধ।

অজয় রায়, জন্ম ১৯২৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর। পৈতৃক বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী থানার বনগ্রাম।

পৃষ্ঠা ৬

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জে মন্দির ও বাড়িঘরে নারকীয় হামলা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কাশীপাড়া, নমঃশুদ্রপাড়া, সূত্রধরপাড়া, পশ্চিমপাড়া, মালিপাড়া, শিলপাড়া ও ঘোষপাড়ায় মন্দির ও হিন্দুদের বাড়িঘরে চড়াও হয়ে লুটপাট ও ভাংচুর করে তারা। হামলা চালায় ৫টি সার্বজনীন মন্দির ও ১০টি পারিবারিক মন্দিরে। শনিবার ছিল কালীপূজা ও দীপাবলী। মন্দিরগুলোর মধ্যে পশ্চিমপাড়ার জগন্নাথ মন্দির, নমঃশুদ্রপাড়ার কালী মন্দির, মহাকালপাড়ার শিব মন্দির ও দুর্গা মন্দির, শীলপাড়ার লোকনাথ মন্দির, দত্তপাড়ার দত্তবাড়ির মন্দির, সূত্রধরপাড়ার কালী মন্দির, গৌরমন্দির অন্যতম। মন্দিরের সেবায়েত ও ভক্তরা জানিয়েছেন, মন্দিরে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাংচুরের পাশাপাশি ভক্তদের দেওয়া প্রণামীর টাকা, স্বর্ণালংকার ও পূজার উপকরণ লুট করে হামলাকারীরা। হামলাকারীরা পিটিয়ে গুরুতর আহত করে গৌরমন্দিরের সেবায়েত শংকর সেনকে। হবিগঞ্জেও হামলা হয় আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সমাবেশের পর। হামলা চালানো হয় বহরা ইউনিয়নের ঘিলাতলি গ্রামের শ্রীশ্রী জগন্নাথ আখড়া, আদাঐর ইউনিয়নের খিলগাঁও গ্রামের দুর্গামন্দির, কৃষ্ণচৈতন্য মন্দির, আন্দিউড়া ইউনিয়নের হরিশ্যামা পালপাড়ার মন্দিরে। আশেপাশের কয়েকটি হিন্দু বাড়িতে লুটপাট ও ভাংচুর করা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নাসিরনগরে আক্রান্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ সাংবাদিকদের বলেছেন, প্রশাসন যদি যথাসময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতো তাহলে এতো বড় ঘটনা ঘটতো না। ৩০ তারিখ দুই সমাবেশের ঘোষণা দেয়া হয় আগের দিন। প্রশাসন সমাবেশের অনুমতি দেয়। ক্ষতিগ্রস্ত দত্তবাড়ির গৃহবধূ নীলিমা দত্ত বলেন, ৩০ অক্টোবর দুপুরের কিছু আগে লাঠিসোটা নিয়ে কয়েকশ টুপি-গেঞ্জি পরা লোক অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের বাড়ির কালীমূর্তি ভাংচুর করে। মূর্তি ভাংচুরের পর আমাদের ওপর হামলা চালায়। তবে প্রতিবেশী মুসলমানরা এসে আমাদের রক্ষা করার চেষ্টা করেন। পুলিশ যদি তৎপর থাকতো এতো বড় হামলার ঘটনা ঘটতো না। এ ঘটনায় আমরা এখনো আতঙ্কে আছি। বৃদ্ধা বাসন্তি দেবনাথ বলেন, হামলার কথা মনে হলে এখনো আঁতকে উঠি। ঘটনার পর থেকে আমরা চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে আছি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাদের নিরাপত্তা দেওয়া হোক। রিপন দত্ত বলেন, হামলা চলাকালে পুলিশ সম্পূর্ণ নিরব ভূমিকা পালন করে। যদি হামলা শুরু হওয়ার পর পরই পুলিশ ছুটে আসতো এতো বড় ক্ষতি আমাদের হতো না। তিনি জানান, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দত্তপাড়া, কাশীপাড়া, নমঃশুদ্রপাড়া, ঘোষপাড়া, গাঙকলপাড়া।

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শাখার সভাপতি দিলীপ কুমার নাগ পরিষদ বার্তাকে জানান, সাম্প্রদায়িক এই হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষগুলো এখন অসহায়। তাদের খাবার নাই, কাপড়-চোপড় নাই। সাধারণ সম্পাদক অমলেন্দু রায় পরিষদ বার্তাকে জানান, মুক্তিযুদ্ধ করেছি, এই এলাকায় এরকম নারকীয়তা দেখিনি। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে জেলেদের সংখ্যাই বেশি। তাদের জালগুলো পর্যন্ত নিয়ে গেছে হামলাকারীরা। তিনি আরও জানান, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা দুশোর মতো। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যে ছেলেটির ফেসবুকে ধর্ম অবমাননার কথা বলা হচ্ছে, সে তেমন শিক্ষিত নয়। ফেসবুক থাকলেও এ কান্ড সে ঘটিয়েছে কেউ বিশ্বাস করছে না। কোন একটা ষড়যন্ত্র আছে এ ঘটনার পিছনে।

এলাকার সাংবাদিকদের সঙ্গে পরিষদ বার্তার পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলেও তাঁরাও জানান, রসরাজের পক্ষে এ কাজটি করা হয়েছে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কোথাও একটা ষড়যন্ত্র আছে।

উলেখ্য, এর আগে পাবনার সাঁথিয়া, দিনাজপুর, বাগেরহাট, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও রামুতে ষড়যন্ত্র করে এ ধরনের ঘটনা ঘটানো হয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জে হামলার ঘটনায় ১২শ জনকে আসামি করে তিনটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ধর্মান্ধদের রোষে লণ্ডভণ্ড সংসার ছবি : পরিষদ বার্তা

অজয় রায় : এক সংগ্রামী অধ্যায়ের অবসান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নানা জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ১৭ অক্টোবর সোমবার ভোর ৫টায় ধানমণ্ডির নিজ বাসভবনে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, দুই মেয়েসহ অসংখ্য সহযোদ্ধা ও শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন।

অজয় রায়ের মরদেহ বারডেম হাসপাতালের মরচুয়ারিতে রাখা হয়। দুদিন পরে তাঁকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে জাতির শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাখা হয়। সেখানে তাকে শ্রদ্ধা জানান তার দীর্ঘদিনের সহকর্মী, বন্ধু-স্বজন ও বিশিষ্ট জনেরা। পরে কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার বনগ্রামে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী নিজ ভিটায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

প্রয়াত অজয় রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী: কমরেড অজয় রায় ১৯২৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তার পৈতৃক বাড়ি কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার বনগ্রামে। বাবা প্রমথনাথ রায় বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। মা কল্যাণী রায়।

অজয় রায় ১৯৩৭ সালে বারাণসীতে চতুর্থ শ্রেণীতে স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৯৪৩ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৪৫ সালে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম বিভাগে আইএসসি পাস করে সেখানেই ফার্মেসি বিভাগে প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। কিন্তু এক বছরের ব্যবধানে বাবা ও মা মারা যাওয়ার কারণে তিনি বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার ছেদ ঘটিয়ে কিশোরগঞ্জে ফিরে আসেন।

পরে ১৯৪৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে মুন্সীগঞ্জ থেকে বি কম পাস করেন। অজয় রায় স্কুলের ছাত্র থাকা অবস্থায়ই ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। বারাণসী স্কুলেই তিনি ছাত্র ফেডারেশনের সংস্পর্শে আসেন এবং কমিউনিস্ট নেতাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সে সময় কমিউনিস্ট পার্টি ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ ছিল।

১৯৪২ সালে কংগ্রেসের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের এক পর্যায়ে স্কুলছাত্র ধর্মঘট ডাকা হলে অজয় রায় উদ্যোগী হয়ে তা সংগঠিত করেন।

১৯৪৩ সালে বাংলায় ভয়াবহ মন্বন্তর দেখা দিলে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী প্রতিরোধে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কমিউনিস্ট পার্টি। বারাণসীতে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ত্রাণ সংগ্রহ কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন তিনি।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা এবং ময়মনসিংহের ফুলপুর, ঈশ্বরগঞ্জ ও নান্দাইল থানা নিয়ে গঠিত আসনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসেবে অজয় রায় প্রতিদ্বন্দিতা করেন। নির্বাচনের আগে-পরে কিশোরগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জে কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশনের সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির ঢাকা জেলা ছাত্র সাব কমিটির সদস্য মনোনীত হন।

১৯৫০ সালে তিনি মুন্সীগঞ্জের রামপাল হাই স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগে ময়মনসিংহে কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য অফিস খোলা হলে তার দায়িত্ব নেন। ১৯৫৭ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠিত হলে তিনি ন্যাপে যোগ দেন এবং ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে তিনি আত্মগোপনে যান। কিন্তু ১৯৬০ সালে টাঙ্গাইল থেকে গ্রেফতার হন। মুক্তি পান ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় তিনি মুক্তি পান। কিন্তু সে বছর ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসন জারি হলে নভেম্বর মাসে অজয় রায় আবারো গ্রেফতার হন।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর ২৮ মার্চ ময়মনসিংহে ইপিআর ছাউনি ঘেরাও করে জনগণ ছয়জন পাঞ্জাবি সৈনিককে জেলে ঢুকিয়ে অজয় রায়কে মুক্ত করে আনেন। মুক্তি পেয়েই ওই অঞ্চলে তিনি মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ময়মনসিংহ শহরের মহাখালী স্কুলে, পরে কিশোরগঞ্জকে ভিত্তি করে এবং জুলাই মাসের শেষ ভাগে প্রথমে আগরতলা ও পরে কলকাতা হয়ে মেঘালয়ের বারেংগাপাড়ায় স্থাপিত ক্যাম্পকে ভিত্তি করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালে কমরেড অজয় রায় ময়মনসিংহে ফিরে আসেন এবং পুনরায় কমিউনিস্ট পার্টির কাজে যুক্ত হন। সে সময় তিনি ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের জেলা সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে তিনি কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি ঢাকায় বসবাস শুরু করেন। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। কিছুদিন তিনি সাপ্তাহিক একতা পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন।

পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে এসে অজয় রায় 'কমিউনিস্ট কেন্দ্র' গঠন করেন। ১১ দলীয় জোট গঠনেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সর্বশেষ তিনি সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সভাপতি এবং সাম্প্রদায়িকতা-জঙ্গিবাদবিরোধী মঞ্চের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছিলেন। জাতির ক্রান্তি লগ্নে ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রধর্ম সংযোজন করে সংবিধান সংশোধিত হলে এদেশের ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুরা ঐক্যবদ্ধ হন, প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। এ সময় অজয় রায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি নিরবে কাজ করতেন, অনেক দুরূহ সমস্যাও তিনি সহজে সমাধানের পথ বাতলে দিতেন।

তিনি 'বাঙলা ও বাঙালী', 'বাংলাদেশের অর্থনীতি অতীত ও বর্তমান', 'বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার সংকট ও সমাধান', 'বাংলার কৃষক বিদ্রোহ', 'শিক্ষানবিসীর হাতে খড়ি', 'রাজনীতির অ আ ক খ', 'পুঁজিবাদী অর্থনীতি', 'গণআন্দোলনের এক দশক', 'আমাদের জাতীয় বিকাশের ধারা', 'বাংলাদেশের বামপন্থী আন্দোলন'সহ অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে নিয়মিত কলাম লিখেছেন।

মৃত্যুর আগেও তিনি লেখার কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন।

'অজয় রায় ছিলেন আমাদের বাতিঘর'

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

সভাপতি ডি এন চ্যাটার্জি ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. শ্যামল কুমার রায় এক যুক্ত বিবৃতিতে প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের সভাপতি অজয় রায়ের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, আজীবন সংগ্রামী অজয় রায়ের রাজনীতিতে আগমণ বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাজনীতি, সাম্প্রদায়িকতা-জঙ্গিবাদবিরোধী লড়াই ও সামাজিক বৈষম্য দূর করার সংগ্রামে নিবেদিত ছিলেন। লেখালেখির মাধ্যমেও তিনি এ ধারা অব্যাহত রাখেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশ ও জাতি সাম্প্রদায়িকতা-জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে এক লড়াকু মানুষকে হারালো, যে স্থান কখনো পূরণ হবার নয়।

বিবৃতিতে প্রয়াত রায়ের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘটনা নতুন নয় ॥ আঙ্গুল উঠছে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দিকে

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

মন্দিরে হামলার তিনদিন অতিবাহিত হলেও সোমবার পর্যন্ত জেলা সদরের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং জেলার দুই মন্ত্রী ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যাননি।

ঘটনাস্থল থেকে সংবাদদাতারা জানান, জেলা আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রভাবশালী নেতাদের বিরোধের কারণে নাসিরনগরে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ, বাড়িঘর ও মন্দিরে হামলার সময় যথাসময়ে আইনি ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি স্থানীয় থানার ওসি, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ডিসি ও জেলা পুলিশ। একপর্যায়ে পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটলে আইনশৃংখলা বাহিনী ও প্রশাসন পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য হয়। অভিযোগে বলা হয়েছে, এক প্রভাবশালী নেতা স্থানীয় প্রশাসনকে যথাসময়ে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিতে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন। তবে প্রথমদিন শনিবার যদি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মন্ত্রী ও এমপিরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতেন তাহলে এ ঘটনা ঘটতো না। সহিংসতার ঘটনা ঘটে রোববার। ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য কোন ভূমিকা পালন করেননি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা।

স্থানীয় সাংসদ এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী মোহাম্মদ ছায়েদুল হক ঘটনার পর পরিষদ বার্তার এ খবর তৈরি করা পর্যন্ত ও এলাকা পরিদর্শন করেননি। শুধু পরিদর্শনে যাননি আরেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরীও। এলাকায় না যাওয়ার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে ছায়েদুল হক সাংবাদিকদের বলেন, সেখানে তো পরিস্থিতি স্বাভাবিক। আমিই তো পুলিশ-বিজিবি পাঠিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেছি। হিন্দুদের বাড়িঘরে লুটপাট সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি ক্ষুব্ধ হন, কোথায় পেয়েছেন এসব তথ্য? কয়েকটি মন্দিরে হামলা ছাড়া আর কিছুই হয়নি।

গত ২৮ অক্টোবর বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কমিটির যৌথ বর্ধিত সভায় সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন

মাননীয় সভাপতি, সম্মানিত উপদেষ্টামণ্ডলী
কেন্দ্রীয় কমিটির সাথী ভাই ও বোনেরা,

আপনারা সবাই আমার সংগ্রামী অভিবাদন গ্রহণ করুন। আগামি ২০১৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় রাজনীতির নতুন এক প্রেক্ষাপটে আজকের এ বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সময়ের বিবেচনায় যা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। এ গুরুত্বপূর্ণ সভায় যেসব নেতৃবৃন্দ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

প্রিয় বন্ধুগণ,

কোন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গত বছরের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার প্রত্যয় এবং সম-অধিকার ও সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষে মহাসমাবেশের আয়োজনের কথা থাকলেও তা প্রায় এগার মাস পর ডিসেম্বরের ৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা আপনারা সবাই জানেন। আমরা লক্ষ্য করেছি, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদের চাপাতির কোপে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড শুরু হয় তা চলতি বছরের জুলাই মাসের শেষ দিকে গুলশানের হলি আর্টিজানের নৃশংস ঘটনা ও পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরের দিন কিশোরগঞ্জের শোলাকিয়ার ঈদগাহ ময়দানের হামলার অপপ্রয়াসে ৪ জন নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বিগত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ইং তারিখের বর্ধিত সভার এক মাস পর ৫ মার্চ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতি ২০১৫ শীর্ষক প্রতিবেদন তুলে ধরি, যাতে আমরা সুস্পষ্টভাবে বলেছি, এ সময়ে সারা দেশে হত্যার ঘটনা ঘটেছে ২৪টি, মৃত্যুর হুমকি দেয়া হয়েছে ৫২ জনকে, হামলায় আহত হয়েছে ২৩৯ জন, নির্যাতনে ক্ষতিগ্রস্ত সংখ্যালঘু পরিবার ১৪৪টি, বাড়ি-ঘর থেকে উচ্ছেদ হয়েছে ৬০টি পরিবার, উচ্ছেদের অপপ্রয়াস হয়েছে ৫৫৫টি বাড়ি-ঘরে, আক্রান্ত উপাসনালয়ের সংখ্যা ৬০, প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে ১৮০, ধর্ষিত হয়েছে ২৫ জন, গণধর্ষণের শিকার হয়েছে ১০জন, ধর্ষণে হত্যা করা হয়েছে ২ জনকে। জাতীয়-আন্তর্জাতিক নানান গণমাধ্যমে গুরুত্বের সাথে এসব সংবাদ প্রচারিত হয়।

প্রিয় বন্ধুগণ,

বিগত বর্ধিত সভায় ঐতিহাসিক ৭-দফা দাবির ভিত্তিতে ঐক্য পরিষদের মানবাধিকারের আন্দোলন জোরদারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। একই সাথে এ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয় যে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গৃহীত দাবিসমূহ নিয়ে জনমত গঠনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় গণসংগঠন ইত্যাদির সাথে ধারাবাহিক মতবিনিময় করার। এ সিদ্ধান্তের আলোকে ১৪-দলীয় জোটের সমন্বয়ক আওয়ামী লীগ নেতা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর জেনারেল (অব.) মাহবুবুর রহমান ও সাবেক মন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের সাধারণ সম্পাদক খালেকুজ্জামান, সাম্যবাদী দলের সাধারণ সম্পাদক সাবেক মন্ত্রী দীলিপ বড়ুয়া, ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পংকজ ভট্টাচার্যসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও গণজাগরণ মঞ্চ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, সেক্টর কমান্ডার্স ফোরাম, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়ন জাতীয় নাগরিক সমন্বয় সেল, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদবিরোধী মঞ্চ, বিভিন্ন এনজিও সংগঠন ও সুশীল সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সাথে আমরা কেন্দ্রীয়ভাবে মতবিনিময় করি। মতবিনিময় শেষে বিগত ১৪ মে ঢাকার সিরাজাপ মিলনায়তনে জাতীয় সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ৪ ঘন্টা ধরে চলা এ সংলাপে দেশবরেণ্য বুদ্ধিজীবী, প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশ নিয়ে ঐতিহাসিক ৭-দফা দাবির প্রতি তাদের অকুন্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন, সংহতি জানিয়েছেন। আমরা আশা করেছিলাম, তৃণমূলেও সংগঠনের জেলা ও মহানগর নেতৃবৃন্দ এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। কিন্তু কোথাও এ ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে কিনা তা আমাদের জানা নেই।

প্রিয় বন্ধুগণ,

বিগত বর্ধিত সভায় জাতীয় বাজেটে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাজিত বৈষম্যের ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারণ করে সম্ভাব্য সুপারিশ প্রণয়নের জন্যে কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথকে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। সিদ্ধান্তে আরো বলা হয়েছিল, এ কমিটি তার সুপারিশ সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের কাছে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে পেশ করবে। আপনারা জেনে খুশি হবেন, উক্ত রূপে গঠিত কমিটি তার সুপারিশ যথাসময়ে পেশ করে, যার প্রেক্ষিতে গত ২৪ মে সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিগত ৭ দশকে বিশেষ করে স্বাধীনতোত্তর বিগত সাড়ে চার দশকে এ প্রথমবারের মত ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে অব্যাহতভাবে বিরাজিত বৈষম্য তুলে ধরা হয়। এতে খাতওয়ারী বৈষম্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়, বলা হয়, সংখ্যাগুরু ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মাথাপিছু বরাদ্দ যেখানে প্রায় ১১ টাকা সেক্ষেত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে মাথাপিছু বরাদ্দ মাত্র ৩ টাকা। সংবাদ সম্মেলনে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের কল্যাণে ও উন্নয়নে অনতিবিলম্বে সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন, বিদ্যমান হিন্দু বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টসমূহকে পৃথক পৃথকভাবে ফাউন্ডেশনে রূপান্তরিত করার এবং ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটের বিভিন্ন খাতে বিদ্যমান বৈষম্যসমূহের অনতিবিলম্বে অবসানের পাশাপাশি ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়ন, কল্যাণে, গবেষণায়, তীর্থ ভ্রমনে, দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে, সামাজিক উন্নয়ন ও গবেষণা পরিচালনা ইত্যাদির জন্যে অনূন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকা থোক বরাদ্দের দাবি জানানো হয়। জাতীয় সকল গণমাধ্যম এ সংবাদ গুরুত্বের সাথে প্রচার করে। পরবর্তীতে আমরা লক্ষ্য করেছি, সংসদে বিগত বাজেট বক্তৃতাকালে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত শুধুমাত্র হিন্দু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে ও কল্যাণে ১০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দের ঘোষণা দিয়েছেন। এহেন ঘোষণা দাবির তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হলেও আমরা এ ঘোষণাকে স্বাগত জানাই। কেননা, এর মাধ্যমে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বিরাজিত বৈষম্যকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। আমরা মনে করি, শুধু হিন্দু সম্প্রদায় নয়, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও কল্যাণের জন্যে এরূপ ঘোষণা বাঞ্ছনীয় ছিল। ভবিষ্যতেও এহেন ঘোষণা প্রদানের জন্যে ঐক্য পরিষদ ছাড়াও হিন্দু বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের সকল সংগঠন থেকে জোড়ালোভাবে দাবি উত্থাপন আবশ্যক।

প্রিয় বন্ধুগণ,

দুঃখের সাথে বলতে চাই, বিগত বছরের মতো-ই এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী এ বছরের শুরু থেকে একই কায়দায় সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী ও জঙ্গীবাদের হামলার নির্বিচার শিকার হয়। এসব দুষ্কৃতকারীদের অপতৎপরতা রোধে ও প্রতিকারের দাবিতে ঐক্য পরিষদ সতত-ই সোচ্চার থাকে। মানববন্ধন, বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল, স্মারকলিপি পেশ ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, সরকারের উচ্চতম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনায় আমরা বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনার আবেদন জানাই। ১৪-দলীয় জোটের সাথে বেশ কয়েকবার বৈঠকেও আমরা বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস প্রতিরোধে তৃণমূল পর্যন্ত সকল দলের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী, সাংসদসহ জনপ্রতিনিধিদের এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের দৃশ্যমান তৎপরতার দাবি জানাই। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সর্বশেষ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। ১৪-দলীয় জোটের সাথে যে ক'টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তা জোটের সমন্বয়ক ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের সভাপতিত্বে তারই বাসভবনে। আমাদের দাবির মুখে ১৪-দলীয় জোট জনাব মোহাম্মদ নাসিমকে চেয়ারম্যান ও সাংসদ মৃণাল কান্তি দাসকে সদস্য সচিব করে সংখ্যালঘু সেল গঠন করে। এক পর্যায়ে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, চাপাতির কোপে সংখ্যালঘু হত্যা বা হত্যার অপপ্রয়াস হয়ে পড়ে নিত্যদিনের ঘটনা। এ সময়কালে বিভিন্ন দুর্গত এলাকা কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সফরও করেন। বিরাজমান সংখ্যালঘু পরিস্থিতি নিয়ে জাতীয় গণমাধ্যম ছাড়াও বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, আল জাজিরা, রেডিও জার্মান, সিএনএন, কোলকাতার আনন্দবাজার, দিলির দি হিন্দু, জাপানের আশাহি শিম্বুন, আমেরিকার নিউইয়র্ক টাইমস্ ইত্যাদি নানান আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও সংবাদপত্র ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমার সাক্ষাতকার গ্রহণ করে ও তা ব্যাপকভাবে প্রচার করে। এ সময়ে ঘটনার ভয়াবহতা সিরিয়া-ইরাকভিত্তিক জঙ্গীগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) নতুন বহুভাষিক সাময়িকী 'রুমাইয়াহতে'র দ্বিতীয় সংখ্যার অনলাইন থেকে সুস্পষ্ট। বাংলাদেশে ইসলামিক স্টেটের জঙ্গী হামলা নিয়ে প্রকাশিত 'অপারেশন ইন বেঙ্গল' শীর্ষক ইনফোগ্রাফিকে দাবি করা হয়েছে, বাংলাদেশে আইএস'র হামলায় যারা আক্রান্ত ও নিহত হয়েছে তাদের মধ্যে ৪২% হিন্দু ও বৌদ্ধ, ২৭% খ্রিস্টান, ১৯% মুরতাদ ও নাস্তিক এবং ১২% শিয়া।

এমনতর এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ভারতের জাতীয় গণমাধ্যম প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়া (পিটিআই) আমার এক সাক্ষাতকার গ্রহণ করে, যা প্রচারিত হয় চলতি বছরের জুন মাসে। সাক্ষাতকারে যা বলেছি তা সর্বাংশ তুলে ধরা হলেও এ সংবাদের শুরুতে লেখা ছিল আমি নাকি বাংলাদেশের হিন্দুদের রক্ষায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হস্তক্ষেপ কামনা করেছি। এর কিছুদিন পর বাংলাদেশের দৈনিক 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' তার প্রথম পৃষ্ঠায় আমার এক সাক্ষাতকার প্রচার করে। তাতে এ কথাটিও লেখা হলো- প্রতিবেশী দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তাবোধ নিয়ে জানতে ঐক্য পরিষদ নেতাদের দিলীতে আমন্ত্রণ জানালে আমি না কি সেখানে গিয়ে পরিস্থিতির কথা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি এবং সমস্যির রাজনৈতিক উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তার কথা উলেখ করেছি। এ নিয়ে হৈ চৈ কম হয় নি। সংসদে ১৪-দলীয় জোটের দু'জন সাংসদ আমার নাম ধরে গালমন্দ করেছেন, বিএনপি-জামাতপন্থী দু'জন বুদ্ধিজীবী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক) রাষ্ট্রদ্রোহীতার দায়ে আমার বিচারের দাবি জানালেন, একজন সাংবাদিক এক নিবন্ধে সংগঠনের নেতৃত্বে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন বলে উলেখ করলেন, আরেক প্রাবন্ধিক আমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণাও দিলেন (যদিও তা করেন নি)। কেউ কেউ এ সুযোগে কুরুচিপূর্ণ মিথ্যা অপপ্রচারও করতে পিছপা হন নি। আমার বিরুদ্ধে মহলবিশেষের এসব উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচারের প্রতিবাদে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ, ইউম্যান রাইটস্ কংগ্রেস ফর বাংলাদেশী মাইনোরিটিজ (এইচআরসিবিএম), বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফেডারেশন, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি, শ্রীশ্রী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ আশ্রম ট্রাস্ট, বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, বাংলাদেশ ঋষি পঞ্চায়েত ফোরাম যৌথভাবে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে গত ২৮ জুন ঢাকার জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে। ঐক্য পরিষদ ও এর অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্র-যুব ঐক্য পরিষদ ঢাকাসহ সারা দেশে ও বিদেশে এহেন অপপ্রচারের প্রতিবাদে মানববন্ধন, বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে। দেশের আরো বেশ কয়েকটি ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সংগঠন একই দাবিতে নানান কর্মসূচি পালন করে। আমি আজকের এ বর্ধিত সভায় এজন্যে সবার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রিয় বন্ধুগণ,

ঐতিহাসিক ৭-দফা দাবি পূরণের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে খানিকটা ইতিবাচক অগ্রগতি ঘটেছে। ক্ষমতাসীন ও প্রতিনিধিত্বশীলতার ক্ষেত্রে বিএনপি ও জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব আগের তুলনায় খানিকটা বেড়েছে। সুদীর্ঘ ৭-দশকের মধ্যে এবারই সর্বপ্রথম বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে অনেকটা বিদ্যমান জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত নেতৃবৃন্দকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচনে প্রতিনিধিত্ব আশানুরূপ না হলেও, লক্ষ্য করা গেছে দলীয় প্রার্থী মনোনয়নে সভানেত্রী শেখ হাসিনা দৃশ্যমান ভূমিকা পালন করেছেন। জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানে আগামি জাতীয় সংসদে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্যে ৩০টি আসন সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন। পার্বত্য শান্তিচুক্তির আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে পার্বত্য ভূমিবিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন পার্লামেন্টে গৃহীত হয়েছে এবং ইতোমধ্যে তা কার্যকরিকরণের উদ্যোগও নেয়া হয়েছে। সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীদের দ্রুততম সময়ে বিচার করার লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত মামলাগুলো সন্ত্রাস দমন ট্রাইব্যুনালে বিচারের নীতিগত রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে জানা গেছে, সিলেটের এক মন্দিরে ৬ মাস আগে সংগঠিত হামলার বিচার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি হয়েছে যাতে দুর্বৃত্তদের প্রত্যেককে ৫ বছর করে কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে গৃহীত বর্ধিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পেশকৃত দাবিকে যথাযথ বিবেচনায় নিয়ে সরকার জেলা ও উপজেলার আইন-শৃংখলা সংক্রান্ত কমিটিতে সংগঠনের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে একজনকে অন্তর্ভূক্তির প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এ প্রসঙ্গে সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই, আইন-শৃংখলা কমিটিতে যাঁরা সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করবেন তাঁদেরকে যথাযথভাবে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ, অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করণে সাহসিকতার সাথে ভূমিকা পালন করতে হবে। এর কোন ব্যত্যয় যাতে কোথাও না ঘটে সে ব্যাপারে সংগঠনের সবাইকে সদা সতর্ক ও সচেতন থাকতে হবে। অন্যথায় কেন্দ্রীয় কমিটি তার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবে না।

প্রিয় বন্ধুগণ,

২০০১ সালের অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনে এ পর্যন্ত মোট ছয়বার সংশোধনী এলেও আজো তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। 'খ' তফসিল বাতিল হলেও নামজারীর ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী জনগণকে অবর্ণনীয় হয়রানীর মুখোমুখি হতে হচ্ছে। 'ক' তফসিলের সম্পত্তি সম্পর্কিত সমস্যা নিরসনে গঠিত ট্রাইব্যুনালে আবেদনের নিষ্পত্তি হচ্ছে না। কোথাও হলেও নানান টালবাহানায় সম্পত্তি প্রত্যর্পণে আমলাতন্ত্রের অনাগ্রহ লক্ষ্য করার মত। মাঠ পর্যায়ে বিরাজিত আইনী সমস্যা নিরসনে ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে বেশ কয়েকবার আমাদের বৈঠক হয়েছে। এসব বৈঠকে কোন কোন বিষয়ে একমত হলেও, লক্ষ্য করার বিষয়, প্রস্তাবিত বিলের খসড়ায় ২৯৩ হিসেবে আইনে নতুন ধারা সংযোজনে মহলবিশেষের আগ্রহ রীতিমত উদ্বেগের বিষয়। কেন না, এ ধারা অনুযায়ী সরকারের আইন বাস্তবায়নের নামে যে কোন ধরণের নির্দেশ প্রদানে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রয়েছে। আমরা বৈঠকে এর বিরুদ্ধে বারবার প্রতিবাদ

পৃষ্ঠা ৬

বি চি ন্তা

ইতিহাসের আকর ব্যক্তিত্ব-অজয় রায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শ্রী রায়ের জন্ম ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে। মাতামহ মদন দত্ত ঈশ্বরগঞ্জ মুন্সেফ আদালতে-আঠেরবাড়ীর জমিদারীর আইনজীবী ছিলেন। বাবা বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীর প্রভাষক হিসাবে কর্মরত ছিলেন, পরে বৃত্তি নিয়ে রোম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আধুনিক ইউরোপীয় ভাষায় ডি-লিট ডিগ্রী লাভ করে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৪৪ সালে মৃত্যুর-পূর্ব পর্যন্ত তিনি বারাণসীতে কর্মরত থাকেন। ১৯৪৬ সালে বাবা মার অকাল মৃত্যুর পরে তিনি ফিরে আসেন তার স্বগ্রাম বনগ্রামে।

একাধারে কর্মবীর বিপ্লবী অজয় রায় ৭ম শ্রেণীর ছাত্র হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফ্যাসিবাদী দানবের বিরুদ্ধে শিশু-কিশোরদের সংগঠিত করার কাজের পাশাপাশি মহাদুর্ভিক্ষের দুর্দিনে অনাহারী-অপুষ্টির শিকার শিশু-কিশোর বাঁচাতে গিয়ে 'জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি'-দশা। স্কুল জীবনে যুক্ত হন ঐতিহ্যবাহী ছাত্র ফেডারেশন এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সান্নিধ্যে, স্বদেশ সাধনা ও মানবমুক্তির পথে। সে পথে হেঁটেছেন দৃঢ় পদক্ষেপে-অবিরাম, পেছন ফিরে তাকাবার ফুসরত পাননি। অর্ধশতাব্দীর পার্টি জীবনের অর্ধেক কেটেছে তাঁর কারা নির্যাতনে ও বিপদ সংকুল অজ্ঞাতবাস-আত্মগোপনে। কারাবন্দী 'রাজ বন্দীদের' কর্তৃপক্ষীয় কয়েদীতুল্য আচরণের প্রতিবাদে ৪ বার কারা অনশন আন্দোলনে মৃত্যুশঙ্কার মুখোমুখি হতে পিছপা হননি তিনি। তন্মধ্যে একাধারে ৪০ দিন অনশনরত থাকার কঠিন জীবনবাজীর ঘটনা উলেখ্য। আত্মগোপনে হুলিয়া মাথায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, কম পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন, এম, এ ডিগ্রী লাভ করেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দীদশায়। কারাগারে মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকে মুনীর চৌধুরীর সহশিল্পী হিসাবে অভিনয় করেন মোমবাতির অনুজ্জ্বল আলোতে।

সংক্ষিপ্ত কারামুক্তির দিনগুলোতে মুন্সিগঞ্জের চাঁপাতলী স্কুলে প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। ১৯৫০ এর দাঙ্গায় হিন্দু জনসংখ্যার ব্যাপক দেশত্যাগের কারণে উক্ত স্কুল বন্ধ হয়ে যায়, ফলে রামপাল হাইস্কুলে শিক্ষকতায় যোগ দেন। সেই বছরই পুনরায় কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৪ সনে মুক্তিলাভের পর ময়মনসিংহে তাকে অন্তরীণ রাখা হয়। অন্তরীণাবস্থায় ময়মনসিংহ জেলা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। সে সময় কিশোরগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলায় পার্টি গঠনের দায়িত্ব পালন করেন। ৫৪ সনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের আনন্দ ছিল স্বল্পস্থায়ী, ৯২ ক ধারা চালু হওয়ায় আবার আত্মগোপনে যেতে হয়-হুলিয়া মাথায় নিয়ে গোপনীয়তার সাথে কর্মকাণ্ড চালাতে থাকেন-আন্দোলনের চাপে হুলিয়া প্রত্যাহার, অতঃপর পুলিশ ধর্মঘটের অজুহাতে গ্রেফতার হন। ৫৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে মুক্তি লাভ। ১৯৫৭ সনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হলে পার্টির নির্দেশে তিনি সক্রিয় হন ন্যাপে। ময়মনসিংহ জেলা ন্যাপের সহ-সম্পাদক হিসাবে কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও জামালপুরে ন্যাপ সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। অধিকাংশ সময়ে আত্মগোপন অবস্থায় কাজ করেছেন তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে। ১৯৬০ সনে সামরিক শাসনে কারারুদ্ধ থাকেন ৬০ থেকে ৬৫ সময়ব্যাপী। অতঃপর ৬৫ থেকে ৬৯ পর্যন্ত ৬৯ থেকে ২৫ মার্চ ৭১ পর্যন্ত কারারুদ্ধ থাকেন তিনি। ২৫শে মার্চ ৭১ উত্তাল গণবিস্ফোরণে ময়মনসিংহ কারাগার থেকে দেশপ্রেমিক জনতা তাকে মুক্ত করেন এবং ৬জন পাঞ্জাবী সৈন্যকে কারাগারে সোপর্দ করেন।

অতঃপর ময়মনসিংহ মহাখালী স্কুলে ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্র ইউনিয়নের ক্যাম্প গঠন করে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের কাজে যুক্ত হন, ময়মনসিংহ পাক বাহিনীর দখলে গেলে কিশোরগঞ্জে অনুরূপ কর্মকাণ্ড শুরু করেন, জুলাই ৭১ এ আগরতলা এবং পরে মেঘালয়ের বারেংগাপাড়ায় ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি ছাত্র ইউনিয়নের ক্যাম্পে যোগ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের কাজে সদাব্যস্ত থাকেন।

১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে ময়মনসিংহে কমিউনিস্ট পার্টির কাজে, শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ৭৩ সালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন এবং ঢাকায় স্থায়ীভাবে থাকা শুরু করেন, পার্টির অর্থনীতি বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন, এবং পার্টির সাপ্তাহিক মুখপাত্র একতা সম্পাদনা ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনেও যুক্ত ছিলেন।

উপরোক্ত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে এসেছেন ১৯৯২ সন পর্যন্ত। বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা পর্যন্ত, তিনি তার অনুসারীরা কমিউনিস্ট কেন্দ্র নামে একটি মার্ক্সবাদী পাটফরম করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রের পতনের বিশ্ব জোড়া প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও সমাজতন্ত্র বা শোষণমুক্ত সমাজের যে বিকল্প নেই-এ বিশ্বাস তার অটুট ছিল। তার অভিযাত্রা কখনও থামেনি। যতদিন শোষণ-বঞ্চনা থাকবে ততদিন শোষণমুক্তির আদর্শের মৃত্যু হতে পারে না। তিনি কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়েছেন মার্ক্সবাদ ছাড়েননি, মার্ক্সবাদের অনুশীলনে তার কাজকর্ম, সাহিত্য-সাধনা, পড়ালেখার সীমানা সরহদ্দ ছিল বহুমাত্রিক। লেখক হিসাবে অজয় রায় ধীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তার কুড়িটির মতো-গ্রন্থ সমকালে এবং বর্তমানে সমানভাবে পাঠক-প্রিয় এবং প্রাসঙ্গিক হয়েছে। পাক শাসকচক্রের অত্যাচার- নির্যাতন-রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ১৯৬১ সনে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন, পহেলা বৈশাখকে বাঙালী জাতির জন্মদিন ও জাতীয় জাগরণের উৎস ভূমি উদ্ভাবনে, মঙ্গল শোভাযাত্রা পালনে, উদীচী-ছায়ানট প্রভৃতি কালজয়ী কর্ম উদ্যোগে তিনি ছিলেন অন্যতম নেপথ্য স্থপতি।

বামপন্থী রাজনীতিক হিসাবে তিনি জাতীয় ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। ৯১ সনে মতাদর্শগত কারণে পার্টি থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে প্রচলিত রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে গড়েছিলেন কমিউনিস্ট কেন্দ্র-পরে সে প্রতিষ্ঠান থেকেও সরে আসেন। বাম-প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে নিয়ে নীতিনিষ্ঠ মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহী বিকল্প গড়তে গিয়ে মধ্য-নব্বই থেকে ৯৮ সন পর্যন্ত এক নাগাড়ে উক্ত শক্তিসমূহের মধ্যে আলাপ-বৈঠক অব্যাহত রাখেন-তাঁর এই উদ্যোগে পীর হবিবুর রহমান, জাসদের কাজী আরিফ আহমেদ এবং ন্যাপের পঙ্কজ ভট্টাচার্য যুক্ত হন। রাজনৈতিক মেরুকরণে সফল হতে অসমর্থ হয়ে ১৯৯৮ সনে নির্দলীয় অথচ রাজনৈতিক এবং সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন নামের একটি ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান তিনি উপরোক্তদের সাহায্যে গড়ে তুলেন। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন-বৈষম্য দূরীকরণে, নারী-শিশু, কৃষক-শ্রমিকের অধিকার নিয়ে সংগ্রামে নিরবচ্ছিন্ন ভূমিকা পালন করে এসেছেন। সাম্প্রদায়িক ঘটনাবলী নিয়ে 'গণতদন্ত কমিশন' গঠিত হয় জিলুর রহমান সিদ্দিকী-অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে এবং এডভোকেট তোবারক হোসেনের সদস্য-সচিব ভূমিকার বদৌলতে। প্রকাশিত হয় ২০০১ এর বিএনপি জামায়াতের দীর্ঘ সহিংস সাম্প্রদায়িক অত্যাচারের বিরুদ্ধে নির্যাতনের দলিল-২০০১ বা পরবর্তীতে পরিবর্ধিত হয় ২০১২ সনের সাম্প্রদায়িক হত্যা-ধর্ষণ-নিপীড়ন-নির্যাতন অধ্যায় সংযুক্তির মাধ্যমে। সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন ধর্ষিত-নির্যাতিত ৩২টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করেন ভোলা জেলার লালমোহন উপদ্রুত অঞ্চলে। পদার্থ বিজ্ঞানী অধ্যাপক অজয় রায়, তার কৃতবিদ্য পুত্র অভিজিতের (যাকে জঙ্গীবাদীরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে সম্প্রতি) 'দৃষ্টিপাত' সংগঠনের সহায়তায় উক্ত পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। একাধিক নির্যাতিত নারী কিশোরীদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ এবং কুমুদিনী প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনকে সহযোগিতা করেন।

এই সকল উদ্যোগের সাথে পাহাড়ি ও সমতলের আদিবাসীদের উপর হত্যা-নির্যাতন-ধর্ষণ-ভূমি দখল-দেশত্যাগে বাধ্যকরণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে লাগাতার কার্যক্রম চালিয়ে এসেছে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন। দেশের বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এই সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়-ঘটনাস্থলে প্রতিবাদী উপস্থিতি-জাতীয় ক্ষেত্রে প্রতিরোধী কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে। ২০১০ সনে দেশের ভেতরে গড়ে ওঠা ধর্মান্ধ জঙ্গীবাদের ক্রমবর্ধিত ঘটনাবলীর বিরুদ্ধে স্থানীয় এবং জাতীয় সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম জোরদার ও অব্যাহত রেখেছে। এই সকল উদ্যোগের মুখ্য প্রেরণা, উদ্যোক্তা ও প্রয়োগবিদ ছিলেন ৮৮ বছরের তারুণ্যে ভরপুর কমরেড অজয় রায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুদ্ধাপরাধীর বিচার যে সাহসী ও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে চলেছেন তার ভিত্তিভূমি নির্মাণে জাহানারা ইমামের ধারায় অজয় রায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আমৃত্যু পালন করেছেন, সামাজিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পৃথক ধারা সৃষ্টি করেছেন। গণজাগরণ মঞ্চের এক্ষেত্রে ভূমিকাও বহুমাত্রিক।

ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে কিছু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব ক্যাটালাইটিক এজেন্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ঘটনাবলীর সাক্ষ্য পেয়েছি সত্যনিষ্ঠ অজয় রায়ের কাছ থেকে, কিছুটা আরেক শোষণহীন সমাজের স্বাপিক পীর হবিবুর রহমানের বয়ান থেকে। তন্মধ্যে (১) দেশ বিভাগের পূর্ব-মুহূর্তে কোলকাতায় প্রতিশ্রুতিশীল মুসলিম ছাত্র-যুব নেতাদের এক বৈঠকে শেখ মুজিবর রহমান বলেছিলেন, 'আমরা তো সবাই ঢাকায় ফিরবো, তবে একথাটি মনে রাখতে হবে, ওদের (পশ্চিমাদের) সাথে থাকা যাবে না' একথার যথার্থতা ও সমর্থন পেয়েছি তৎকালীন ছাত্র-যুব নেতা মহীউদ্দীন আহমেদের বয়ান থেকেও। (২) দেশ বিভাগের পরপর দুজন প্রগতিশীল মুসলিম লীগে অবস্থানকারী কমিউনিস্ট দরদী ব্যক্তিত্ব সিলেটের শরফুদ্দীন ও মোয়াজ্জেম হোসেন। দিলীতে তৎকালীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওয়াহেরলাল নেহেরু-র সাথে সাক্ষাত করে 'স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনে' সহায়তা কামনা করেন। নেহেরু তাদের পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতা ডাঃ বিধান রায়ের সাথে যোগাযোগ রাখতে বলেন (যিনি কিংবদন্তী তুল্য চিকিৎসক ও রাজনীতিক ছিলেন)। ডাঃ রায় তাদের প্রথমে ভাসানী ও পরে শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাত করে তাদের প্রস্তাবে সমর্থন আদায়ের পরামর্শ দেন। বলা বাহুল্য মৌলানা ভাসানী উক্ত প্রস্তাবে সমর্থন দেননি, শেখ মুজিবর রহমান তাদের উক্ত প্রস্তাবে অগ্রসর হতে সম্মতি জানান। উক্ত তথ্য অজয় রায় এবং পীর হবিবুর রহমান, বরুণ রায় ও খোকা রায়ের কাছ থেকেও জেনেছি। (৩) ১৯৬৬ সনে ৬ দফার প্রচার-অভিযানে নিয়োজিত শেখ মুজিবর রহমান ময়মনসিংহে জনসভা শেষে জননিরাপত্তা আইনে কারারুদ্ধ থাকেন ময়মনসিংহ জেলা কারাগারে মাসাধিককাল। তখন ত্রৈলোক্য মহারাজ (কংগ্রেস নেতা) এবং অজয় রায় অন্যান্যদের সাথে সহ-কারাবন্দী ছিলেন। শেখ মুজিবর রহমান ত্রৈলোক্য মহারাজকে তাঁর পক্ষে বার্তাবাহক হিসাবে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে যেতে সম্মত করান, এই কারণে মহারাজকে ভয়ানকভাবে অসুস্থতার ভান করে কারাকর্তৃপক্ষ জেলার এবং ভারতে চিকিৎসার্থে গমনের সুযোগ নিতে তিনি রাজী করান। বলাবাহুল্য উক্ত প্রকল্প পরবর্তীতে কার্যকর হয় এবং মহারাজ এই যোগাযোগের কাজটি অব্যাহত রাখেন। এটিও অজয় রায়, মহারাজ ত্রৈলোক্য-নাথের জবানীতে জানতে পারি। মহারাজ ত্রৈলোক্য নাথের কোলকাতায় মৃত্যুবরণের পর ইন্দিরাগান্ধী কোলকাতায় ত্রৈলোক্য মহারাজকের শেষকৃত্যে অংশগ্রহণের ঘটনাটি লক্ষ্যণীয়। (৪) অনুরূপ নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য চিত্ত সুতারকে কোলকাতা- কেন্দ্রিক মাধ্যম হিসাবে বঙ্গবন্ধু যে তাকে দায়িত্ব প্রদান করেন এবং ইন্দিরা গান্ধী তাকে ভবানীপুরে একটি দ্বিতল বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা করেন তা অজয় রায়, নিরোদ নাগ অবহিত ছিলেন এবং চিত্ত সুতারের সাথে আলোচনায় আমিও তা জানতে পারি।

পরিশেষে, একটা কথা বলা প্রাসঙ্গিক মনে করি। ইতিহাসের সৃষ্টি হিসেবে কিছু কুশিলবকে আমরা অপরিহার্য মনে করি, 'জীবন মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য' মনে করে মাতৃভূমির স্বাধীনতা দেশবাসীর শোষণমুক্তি এবং বিশ্বজুড়ে মানবমুক্তির জন্য যারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের অন্যতম দূর্লভ ও নজীরবিহীন এক নজির অজয় রায়ের জীবন। একাধারে ইতিহাসের আকর বলে গণ্য হবেন এবং ইতিহাসিক 'আকরগ্রন্থের' মূল্যবান উপাদান বলে চিহ্নিত হবেন। বীর বিপ্লবী অজয় রায়ের দেশ ও মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ আত্মনিবেদিত জীবন ও সাধনা সফল ও সার্থক শুধু নয়, তিনি যে একাধারে ইতিহাসের অন্যতম সৃষ্টি এবং অন্যতম স্রষ্টা তা বলাও অত্যুক্তি নয়।

চিরঞ্জীব অজয় রায়, 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ' রবীন্দ্রনাথের এই অমৃত বাণীটিকে বীজমন্ত্র মেনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কোন আক্ষেপ তাঁর ছিল না। তাঁর পবিত্র স্মৃতির প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। তাঁর রেখে-যাওয়া জীবন সঙ্গিনী জয়ন্তী রায়, পুত্র অমিতাভ রায়, কন্যাদ্বয় অনিন্দিতা রায়, অদিতী রায় এবং সকল স্বজন পরিজনদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

লেখক : সভাপতি, ঐক্য ন্যাপ

ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে কিছু ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব ক্যাটালাইটিক এজেন্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন, ঘটনাবলীর সাক্ষ্য পেয়েছি সত্যনিষ্ঠ অজয় রায়ের কাছ থেকে, কিছুটা আরেক শোষণহীন সমাজের স্বাপিক পীর হবিবুর রহমানের বয়ান থেকে। তন্মধ্যে (১) দেশ বিভাগের পূর্ব-মুহূর্তে কোলকাতায় প্রতিশ্রুতিশীল মুসলিম ছাত্র-যুব নেতাদের এক বৈঠকে শেখ মুজিবর রহমান বলেছিলেন, 'আমরা তো সবাই ঢাকায় ফিরবো, তবে একথাটি মনে রাখতে হবে, ওদের (পশ্চিমাদের) সাথে থাকা যাবে না' একথার যথার্থতা ও সমর্থন পেয়েছি তৎকালীন ছাত্র-যুব নেতা মহীউদ্দীন আহমেদের বয়ান থেকেও। (২) দেশ বিভাগের পরপর দুজন প্রগতিশীল মুসলিমলীগে অবস্থানকারী কমিউনিস্ট দরদী ব্যক্তিত্ব সিলেটের শরফুদ্দীন ও মোয়াজ্জেম হোসেন। দিলীতে তৎকালীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওয়াহেরলাল নেহেরু-র সাথে সাক্ষাত করে 'স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনে' সহায়তা কামনা করেন।

ঐ তি হ্য

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে পটিয়ায় নির্মিত হচ্ছে বীরকন্যা প্রীতিলতা সাংস্কৃতিক ভবন

॥ পঙ্কজ চক্রবর্তী ॥

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের প্রথম নারী শহীদ বীরকন্যা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নামে চট্টগ্রামের পটিয়ার ধলঘাটে বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে বীরকন্যা প্রীতিলতা সাংস্কৃতিক ভবন। বিপ্লবীদের চারণ ও তীর্থভূমি হিসেবে পরিচিত পটিয়ার ধলঘাটের এ এলাকায় দৃষ্টিনন্দন ও বিভিন্ন পরতে পরতে শিল্পকর্মে সমৃদ্ধ ভবনটি এখন এ গ্রামটিকে আলোকিত করেছে। দৃষ্টিনন্দন এ ভবনের কাজ শেষ হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। 'বীরকন্যা প্রীতিলতা সাংস্কৃতিক ভবন' নামে নির্মিত ৬তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট এ ভবনের অর্থায়ন করছে বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় এ ভবন নির্মাণের জন্য ৪ কোটি ৩৪ লক্ষ ৮২ হাজার ৪ শত ৫০ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে। অন্যদিকে এ ভবনের নির্মাণ কাজ শেষ করার জন্য স্থানীয় প্রীতিলতা ট্রাষ্ট ১০% অর্থায়ন করছে বলে ট্রাস্ট সূত্রে জানা যায়। ভবনের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করছেন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ও বীরকন্যা প্রীতিলতা ট্রাষ্ট এবং কারিগরি সহায়তা দিচ্ছেন উপজেলা পরিষদ পটিয়া। উপজেলা প্রকৌশলী ও এল.জি.ই.ডি কর্তকর্তাদের তদারকির মাধ্যমে ভবনের নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে 'কনসোনেল ইঞ্জিনিয়ার্স এন্ড বিল্ডার্স' নামে একটি প্রতিষ্ঠান। পটি/প্রীতি/২০১৪-১৫/ডবিউ-০১ প্যাকেজ নং এর আওতায় এ ভবনের ফাউন্ডেশন ৬ষ্ঠ তলা হলেও আপাতত ৪তলা পর্যন্ত সম্পন্ন করবেন বলে জানা গেছে।

বীরকন্যা প্রীতিলতা সাংস্কৃতিক ভবনে বিভিন্ন তলায় থাকছে উন্মুক্ত মঞ্চ, বিপ্লবী মাষ্টার দা সূর্য সেনের নামে বিভিন্ন বিপ্লবীদের নিয়ে একটি 'সংগ্রহ শালা', বৃহত্তর পরিসরে 'লাইব্রেরী', ব্যাপক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সমৃদ্ধ 'প্রীতিলতা স্কুল', বিভিন্ন সেমিনার-মিটিং সহ নানা কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য 'একটি ডরমেটরী', 'বিশ্রামাগার বা 'গেস্ট হাউজ', একটি বিশালাকার 'সাংস্কৃতিক কেন্দ্র'।

১৯৯১ সালে ওই এলাকার ননী গোপাল চক্রবর্তী নামে এক ব্যক্তির দেয়া ১৪ শতক জায়গা ও ট্রাস্টের ক্রয় করা ১১ শতক ভূমির উপর বেড়ার তৈরী 'প্রীতিলতা প্রাথমিক বিদ্যালয়' নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এর যাত্রা শুরু হয়। এর পর ২০০১ সাল থেকে 'বীরকন্যা প্রীতিলতা ট্রাস্ট নামে পুরোদমে কাজ শুরু হয়। এ ট্রাস্ট টি ৪জন উপদেষ্টা ও ৯ জন ট্রাস্টি নিয়ে গঠিত হয়। ট্রাস্টের উপদেষ্টারা হলেন প্রয়াত বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী, চট্টগ্রাম নগরীর অলিয়ার্স প্রসেস এর সেক্রেটারী ড. গুরুপদ চক্রবর্তী, নারী নেত্রী জেসমিন সুলতানা পারু, প্রথাত সাংবাদিক শ্যামল দত্ত। এর মধ্যে বিপ্লবী বিনোদ বিহারী মারা যাওয়ার পর বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক বাদল রায় গুপ্ত'কে উপদেষ্টা হিসেবে নেয়া হয়। ৯ ট্রাস্টিরা হলেন প্রীতিলতা ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পঙ্কজ চক্রবর্তী, অজিত দাশ, অরুণ বিকাশ চৌধুরী, বিজয় ঘোষ, মোহাম্মদ আলী, রঘুনাথ চক্রবর্তী, কৃষ্ণা চক্রবর্তী, সন্তোষ চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ দেব।

ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে ট্রাস্টের উপদেষ্টা ও ট্রাস্টি'দের লক্ষ্য ছিল প্রীতিলতার নামে স্কুল প্রতিষ্ঠা, প্রীতিলতার আবক্ষ মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণ, প্রীতিলতার আত্মজীবনী মূলক বই প্রকাশ যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ, প্রীতিলতা সড়ক নাম করণ ও বাস্তবায়ন, বিপ্লবীদের স্মৃতি সংরক্ষণ ও পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন, প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে 'স্মারকলিপি' ও যোগাযোগ রক্ষা, স্থানীয় ও জাতীয়ভাবে বীরকন্যা প্রীতিলতার জন্ম ও মৃত্যু দিবস উদযাপন, বীরকন্যা প্রীতিলতার সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনী লিপলেট আকারে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ, বীরকন্যা প্রীতিলতার ছবি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা-সামাজিক প্রতিষ্ঠানে বিতরণ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিপ্লবী তীর্থ ধলঘাট গ্রামের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ, সর্বোপরি বীরকন্যা প্রীতিলতাসহ বিপ্লবীদের স্মৃতি সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ। তারই ফলশ্রুতি বীরকন্যা প্রীতিলতা সাংস্কৃতিক ভবন নির্মাণ ও বাস্তবায়নাধীন বলে জানান প্রীতিলতা ট্রাস্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

এ বিষয়ে পটিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবুল হাশেম জানান, বিপ্লবীদের তীর্থ স্থান হিসেবে পরিচিত পটিয়ার ধলঘাট গ্রামে বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে বীরকন্যা প্রীতিলতা সাংস্কৃতিক ভবন নামে যে ভবন নির্মিত হচ্ছে তা শুধুমাত্র পটিয়ার জন্য নয়, পুরো দেশের জন্য একটি গৌরবের। এটি ভবনটি একটি সংগ্রহশালার মত হবে। আমি নিজেও এ ভবনের উন্নয়ন কাজের দেখাশুনা ও খোঁজখবর রাখছি এবং ইতোমধ্যে কয়েকবার নিজে গিয়ে কাজ তদারকি করেছি। এটি নির্মাণ হলে পটিয়ার সাহিত্য সংস্কৃতি বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ধলঘাট ইউপি চেয়ারম্যান রণবীর ঘোষ টুটুন জানান, বিপ্লবীদের চারণ ভূমি খ্যাত পটিয়া উপজেলার ধলঘাট এলাকায় বীরকন্যা প্রীতিলতা সাংস্কৃতিক ভবন নির্মাণের ফলে এ এলাকাটি উর্বর ও আলোকিত হবে। পুরো উপজেলার সাহিত্য সংস্কৃতিতে একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হবে বলে আমি আশা করি।

বীরকন্যা প্রীতিলতার ইতিহাস :

প্রীতিলতা পুরুষের ছদ্মবেশে ইউরোপিয়ান ক্লাবে আক্রমণে নেতৃত্ব দেন। সাম্রাজ্যবাদীদের শোষণ, লুন্ঠনের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা বিপ্লবী আন্দোলনে অনেক নারী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত হন। এরই ধারাবাহিকতায় বিপ্লবী আন্দোলনে শামিল হন বীরকন্যা প্রীতিলতা। ব্রিটিশ শাসকদের থেকে দেশকে মুক্ত করার এক বুক তীব্র আকাঙ্খা নিয়ে প্রীতিলতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে ইউরোপিয়ান ক্লাবে হামলার নেতৃত্ব দেন। প্রীতিলতার জন্ম চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার ধলঘাট গ্রামে ১৯১১ সালের ৫ মে। বাবা জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার মিউনিসিপ্যাল অফিসের কেরানি ও মা প্রতিভা ওয়াদ্দেদার একজন গৃহিনী ছিলেন। এক ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে প্রীতিলতা পড়াশোনার হাতেখড়ি মা-বাবার কাছে। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার মেয়েকে ডা: খাস্তগীর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে সরাসরি তৃতীয় শ্রেণিতে ভর্তি করান। অষ্টম শ্রেণিতে বৃত্তি পান প্রীতিলতা। ওই স্কুল থেকে তিনি ১৯২৭ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করেন। এরপর ভর্তি হন ঢাকার ইডেন কলেজে। থাকতেন কলেজের ছাত্রীনিবাসে। এ সময় প্রীতিলতা বিপ্লবী লীলা নাগের সংস্পর্শে আসেন। লীলা নাগ ওই সময় দীপালি সংঘের নেতৃত্বে ছিলেন। দীপালি সংঘ ছিল ঢাকার বিপ্লবী দল শ্রীসংঘের নারী শাখা। ১৯৩০ সালে তিনি আইএ পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে পঞ্চম হন। এরপর কলকাতার বেথুন কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩২ সালের ডিসটিংশনসহ তিনি বিএ পাস করেন।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল বিপ্লবী প্রয়াত নেতা মাষ্টারদা সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে অস্ত্র লুট, রেল লাইন উপড়ে ফেলা টেলিগ্রাফ টেলিফোন বিকল করে দেওয়াসহ ব্যাপক আক্রমণ হয়। এটি চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ নামে পরিচিতি পায়। এই আন্দোলন সারাদেশের ছাত্রসমাজকে উদ্দীপ্ত করে। ১৯৩১ সালের ৪ আগস্ট রামকৃষ্ণের ফাঁসি কার্যকর হয়। ওই সময়ে প্রীতিলতা লিখেছেন, রামকৃষ্ণদার ফাঁসির পর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সরাসরি যুক্ত হওয়ার আকাঙ্খা আমার অনেক বেড়ে গেল। বিএ পরীক্ষা শেষে প্রীতিলতা স্থায়ীভাবে চলে আসেন চট্টগ্রামে। এখানে তিনি নন্দনকানন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে (বর্তমান অর্পনাচরণ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়) প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ওই সময়ে আরেক বিপ্লবী কল্পনা দত্তের মাধ্যমে মাস্টারদার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেন প্রীতিলতা। এর মধ্যে যোগাযোগ ঘটে বিপ্লবী নির্মল সেনের সঙ্গে। ১৯৩২ সালের মে মাসে মাস্টাদার সঙ্গে প্রীতিলতার প্রত্যক্ষিত সাক্ষাৎ ঘটে। এবং দুই ঘন্টা ধরে কথা হয়। এরপর তিনদিন অস্ত্র প্রশিক্ষণ লাভ করেন তিনি। জুন মাসে বিপ্লবীদের শক্ত আস্তানা প্রীতিলতার জন্মস্থান পটিয়ার ধলঘাটে সাবিত্রী দেবীর বাড়িতে মাস্টারদা তার সহযোদ্ধাদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করার সময় ব্রিটিশ সৈন্যরা তাদের ঘিরে ফেলেন। বিপ্লবীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। যুদ্ধে প্রাণ দেন বিপ্লবী নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন। অন্যদিকে ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ক্যামেরন নিহত হন। এই ঘটনার পর পুলিশ সাবিত্রী দেবীর বাড়িটি পুড়িয়ে দেয়। মাস্টারদা প্রীতিলতাকে বাড়ি ফিরে গিয়ে স্কুলে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেন। পরে পুলিশের নজরদারি বাড়ায় জুলাই মাসের দিকে তাকে আত্মগোপনে যাওয়ার নির্দেশ দেন মাষ্টারদা। দুই বছর আগে ১৯৩০ সালে ১৮ এপ্রিল যুববিদ্রোহের সময় অন্যতম পরিকল্পনা ছিল পাহাড়তলীর ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণ। কিন্তু বন্ধ থাকায় সে পরিকল্পনা বাতিল করা হয়েছিল। ১৯৩২ সালে আবারও এ ক্লাবে আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করেন বিপ্লবীরা। ওই বছরে ১০ আগস্ট আক্রমণের দিন ধার্য করা হয়। সেপ্টেম্বর মাসে নারী বিপ্লবীদের নেতৃত্বে পরিকল্পিত আক্রমণ হবে। এর আগেই কল্পনা দত্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর আক্রমণের নেতৃত্ব দেওয়া হয় প্রীতিলতাকে। আক্রমণের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য চট্টগ্রাম নগরের কাট্টলি সাগর তীরে প্রীতিলতা ও তার সঙ্গীদের অস্ত্র শিক্ষা শুরু হয়। ওই বছরের ২৪শে সেপ্টেম্বর রাতে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে সফল হন বিপ্লবীরা। পরে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার সময় তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন। এই অবস্থায় ধরা পড়ার আগে সঙ্গে রাখা সায়ানাইড খেয়ে আত্মাহুতি দেন এই বীরকন্যা। তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের প্রথম নারী শহীদ। প্রীতিলতা বিপ্লবী আন্দোলনের পাশাপাশি নারীদের প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন।

পটিয়ার ধলঘাটে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে নির্মিতব্য বীরকন্যা প্রীতিলতা সাংস্কৃতিক ভবনের মূল নকশা

জেলা কমিটির প্রতি অনুরোধ

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা কমিটিসমূহকে জেলায় কোনও সাম্প্রদায়িক নির্যাতন নিপীড়ন ও হামলার ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে তা পরিষদ বার্তার সম্পাদকীয় কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে ছবি ও স্থানীয় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য সংযুক্ত করে পাঠালে তা পরিষদ বার্তায় প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

পরিষদ বার্তার ই-মেইল সংবাদ পাঠানো প্রসঙ্গে

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা'র ই-মেইল ঠিকানা parishadbarta@gmail.com-এ সব খবর, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মতামত, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, অভিযোগ সম্বলিত চিঠিপত্র ও ছবি এই মেইলে পাঠানোর জন্য পরিষদের সকল জেলা উপজেলা শাখা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই ই-মেইলে ঐক্য পরিষদ, অঙ্গসংগঠন এবং সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন নিপীড়নের খবর ছাড়াও এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলোর খবরও পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে প্রতিদিনই কয়েক'শ বার্তা এই ই-মেইলে জমা হয়, যেখান থেকে সংশ্লিষ্ট খবর বাছাই করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

গত ২৮ অক্টোবর বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কমিটির যৌথ বর্ধিত সভায় সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

করে এসেছি। কেন না, এহেন ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে স্বার্থান্বেষী আমলাচক্র আইন বাস্তবায়নে জটিল থেকে জটিলতর পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে যা কোনভাবে মেনে নেয়া যায় না। এক পর্যায়ে এ ধারা সংযোজন না করার ব্যাপারে শেষ বৈঠকে ঐকমত্যও হয়। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, ২৫ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে মন্ত্রীসভায় অনুমোদনের নিমিত্তে যে বিল পেশ করা হয় তাতে তা যুক্ত ছিল। এ সংবাদ প্রাপ্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহৃদয় দৃষ্টি আকর্ষনের জন্যে সচেষ্ট প্রয়াস চালাই এবং শেষ পর্যন্ত তার হস্তক্ষেপে এ গণবিরোধী প্রস্তাবিত বিল প্রত্যাহৃত হয়। এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংখ্যালঘু স্বার্থবান্ধব ভূমিকার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। ধন্যবাদ জানাই সংগঠনের সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য প্রতিমন্ত্রী ড. বীরেন সিকদার এমপি'কে। আমাদের কাছে আগে থেকেই খবর ছিল আমলাতন্ত্রের গণবিরোধী অংশ বাদপড়া অর্পিত সম্পত্তির নামে নতুন করে অর্পিত সম্পত্তির তালিকাসম্বলিত গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে জনগণকে অহেতুক ভোগান্তির দিকে ঠেলে দেবার পাঁয়তারা করছে। এর আগেও দু'বার এ সংক্রান্ত খসড়া বিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নাকচ হয়। তারপরেও এ চক্রান্তের অবসান হয় নি। ২০১৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন যদি আমরা দেখতে চাই তবে তৃণমূল পর্যন্ত এ লক্ষ্যে আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া বিকল্প কোন পথ আজ আর খোলা নেই। এরই অংশ হিসেবে গত মাস দেড়েক আগে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতি মিলনায়তনে 'সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নের গুরুত্ব' শীর্ষক এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আয়োজক ছিল ঐক্য পরিষদের অংগ সংগঠন আইনজীবী ঐক্য পরিষদের চট্টগ্রাম শাখা। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন বাস্তবায়নসংক্রান্ত জাতীয় নাগরিক সমন্বয় সেলের পক্ষ থেকে কামাল লোহানী, খুশী কবির, ব্যারিস্টার সারা হোসেন, এ্যাড. তবারক হোসেন প্রমুখ ছাড়াও এ্যাড. সুব্রত চৌধুরী ও আমি এতে উপস্থিত ছিলাম। বিপুল সংখ্যক আইনজীবী ছাড়াও সমাজের বিভিন্ন স্তরের সুধীজন এতে অংশ নেন। আমি মনে করি, এ ধরণের আলোচনা সভা আয়োজনের উদ্যোগ আজ সারা দেশে গ্রহণ করা সময়ের বিবেচনায় অপরিহার্য।

প্রিয় সাথী বন্ধুগণ,

বিগত বর্ধিত সভায় মেয়াদোত্তীর্ণ সকল জেলা/মহানগর কমিটিকে অবশ্যই গত ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্মেলন আয়োজনের যথাযথ উদ্যোগ নেয়ার নির্দেশদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। সে মোতাবেক যথাসময়ে নির্দেশ প্রদান করা হলেও তা বাস্তবায়িত হয় নি। গত মাস তিনেক আগ পর্যন্ত যে ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছিল তার কারণে জেলা/মহানগর কমিটিসমূহ তা করতে পারে নি। ইতোমধ্যে তিনটি জেলার সম্মেলনের তারিখ নির্ধারিত হয়েছে। আর তা হলো -৪ নভেম্বর গাজীপুর মহানগর, ১১ নভেম্বর গাজীপুর জেলা ও ১২ নভেম্বর হবিগঞ্জ জেলা। আশা করছি, আজকের এ বর্ধিত সভায় জেলা ও মহানগর কমিটির নেতৃবৃন্দ সম্মেলনের তারিখ ঘোষণা করবেন।

প্রিয় বন্ধুগণ,

বিগত বর্ধিত সভায় গঠনতন্ত্র সংশোধন সাব-কমিটি গঠন করা হয়। এ সাব-কমিটি গঠনতন্ত্র সংশোধনে মতামত চেয়ে সংগঠনের সকল জেলা ও মহানগর কমিটির কাছে পত্র পাঠায়। দুঃখের সাথে বলতে হয়, কেবলমাত্র চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা কমিটি ছাড়া আর কেউ মতামত প্রেরণ করে নি। ইতিমধ্যে সাব-কমিটি গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাবনা সম্বলিত প্রতিবেদন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদকের কাছে পেশ করেছে, যা আজকের এ বর্ধিত সভায় অনুমোদনের বিবেচনায় সকলের অবগতির জন্যে বিলি করা হবে। আমি প্রস্তাব করছি, প্রতিটি জেলা ও মহানগর কমিটিকে প্রস্তাবিত সংশোধনীর ব্যাপারে তাদের নিজ নিজ মতামত আগামী ১৫ নভেম্বরের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে প্রেরণের এবং পরবর্তীতে উক্তরূপ মতামত পর্যালোচনাক্রমে তা আজকের বর্ধিত সভার পক্ষে অনুমোদনের দায়িত্ব সংগঠনের স্থায়ী কমিটির উপর অর্পণ করা হোক।

প্রিয় বন্ধুগণ,

গত বর্ধিত সভায় চলতি বছরের ডিসেম্বর মাসের সুবিধামত সময়ে জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিত স্থায়ী কমিটির সভায় ডিসেম্বর মাসে সারা দেশে এসএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বিধায় চলতি বছরের ৩০ ডিসেম্বর বা সামনের বছরের ৬ বা ১৭ জানুয়ারি ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বা সুবিধামত স্থানে তা আয়োজনের সিদ্ধান্ত হয়। আজকের এ বর্ধিত সভায় এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হলে জাতীয় সম্মেলনের আয়োজনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং সবার সম্মিলিত উদ্যোগে তা সফল হবে বলে আশা করতে পারি। দু'দিনব্যাপী এ সম্মেলন করা যায় কি না তা ভেবে দেখতে আপনাদের সবার কাছে অনুরোধ জানাই।

প্রিয় বন্ধুগণ,

সংগঠনের মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা'-র ৪১তম সংখ্যা ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। নব কলেবরে উন্নতমানের সম্পাদনায় ও মুদ্রণে তা প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়ে এলেও, দুঃখের সাথে বলতে চাই, এ পত্রিকার প্রচারে ও প্রসারে কারো কোন উদ্যোগ এ পর্যন্ত দেখা যায় নি। জেলা ও মহানগর কমিটিসমূহকে নিজ নিজ জেলার সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড বা সংখ্যালঘু সমস্যাজনিত যে কোন সংবাদ 'পরিষদ বার্তা'য় মুদ্রণের জন্যে প্রেরণে বারংবার তাগাদা দেয়া হলেও এ পর্যন্ত তেমন কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। এ পত্রিকার প্রতি কপির মূল্য মাত্র ১০ টাকা নির্ধারণ করা হলেও প্রতিটি কপির মুদ্রণ, সম্পাদনা ও প্রেরণ ইত্যাদি বাবদ খরচ পড়ে প্রায় ১১টাকার মতো। অথচ বিক্রয়মূল্য প্রাপ্তির হার একেবারেই নগণ্য। কোন অর্থ আজও কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা পড়েনি। এমনতরো পরিস্থিতিতে 'পরিষদ বার্তা'র প্রকাশনা অব্যাহত রাখা অসম্ভব। এ বিষয়ে আপনারা আপনাদের সুনিশ্চিত অভিমত ব্যক্ত করবেন। আমি প্রস্তাব করছি, প্রতি মাসে প্রকাশ না করে ষান্মাসিক পত্রিকা হিসেবে 'পরিষদ বার্তা'র প্রকাশনা অব্যাহত রাখা হোক।

প্রিয় বন্ধুগণ,

মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০তম জাতীয় সম্মেলন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২২ অক্টোবরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অনুষ্ঠিত এ ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে ঐক্য পরিষদকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। দেশের কোন রাজনৈতিক দলের সম্মেলনে এহেন আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ ইতোপূর্বে আর কখনো হয় নি। মানবাধিকারের পক্ষে আন্দোলনকামী সংগঠনের ন্যায়নিষ্ঠ ভূমিকা এতে স্বীকৃতি পেয়েছে। সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রিয় বন্ধুগণ,

সংগঠনের অন্যতম সভাপতি, সাবেক সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট প্রমোদ মানকিন এমপি-র মৃত্যুতে পদটি শূণ্য অবস্থায় আছে গত কয়েক মাস ধরে। আশা করছি, সম্প্রদায়িক প্রতিবেদন পাঠের পরপরই আপনারা সবাই সর্বসম্মতিক্রমে এ পদে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের একজন প্রতিনিধিকে আগামি জাতীয় সম্মেলনে কমিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচিত করবেন।

প্রিয় বন্ধুগণ,

আগামী সংসদ নির্বাচনের আর মাত্র দু'বছর বাকী থাকতেই এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনকে সামনে রেখে তাদের রাজনৈতিক তৎপরতা শুরু করেছে। এহেন পরিস্থিতিতে ঐক্য পরিষদ রাজনৈতিক দল না হলেও মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে এর সাম্প্রদায়িকতা তার মানবাধিকারের আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়া সময়ের বিবেচনায় অপরিহার্য বলে মনে হয়। নির্ভয়ে, নির্বিঘ্নে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভোটদানের পরিবেশ নিশ্চিতকরণসহ প্রাণের দাবি ঐতিহাসিক ৭-দফা আদায়ে সোচ্চার ভূমিকা পালন আমাদের এ মুহূর্তের জাতীয় কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে বলে মনে করি। ইতোমধ্যে এ দাবিসম্বলিত পোস্টার সারা দেশে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। জেলা, মহানগরসহ তৃণমূল পর্যায়ে সম্মেলন, সমাবেশ, পদযাত্রা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে সার্বিক প্রচারাভিযান শুরুর এখনি সময়। সকল প্রকার সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্যকে জোরদারের লক্ষ্যে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের অভিযাত্রা যাতে অব্যাহত থাকে তজ্জন্যে সময় প্রচেষ্টা চালাতে হবে। আগামী সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ২০১৮ সালে যে কোন সুবিধাজনক তারিখে ও সময়ে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লক্ষাধিক লোকের আরেকটি মহাসমাবেশের আয়োজনকে সামনে রেখে এখন থেকেই কর্মতৎপরতা শুরু করি, চলুন এগিয়ে নিই। ১৪ পুরানা পল্টনস্থ দারুস-সালাম আর্কেড ভবনের ৯ম তলার ৩নং কক্ষে নতুন অফিস চালু করা হয়েছে।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আনন্দের সাথে জানাতে চাই, সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় বৃহত্তর পরিসরে স্থানান্তরিত করা হয়েছে যেখানে ১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত তা খোলা থাকবে। আপনারা সবাই নিয়মিতভাবে কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রাখবেন, এ প্রত্যাশা করছি।

দৃষ্টি আকর্ষণ

চতুর্থ পৃষ্ঠায় বিচিন্তা কলামে ঐক্য ন্যাপ প্রধান, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পঙ্কজ ভট্টাচার্যের 'আমার কথা' অনিবার্য কারণে প্রকাশিত হলো না। এর পরিবর্তে সদ্য প্রয়াত অজয় রায়ের ওপর তাঁর লেখা প্রকাশিত হলো।

—সম্পাদক।

কে বলে গো এই প্রভাতে নেই তুমি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

১৯৩৭ সালে বারাণসীর স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন অজয় রায়। ১৯৪৩ সালে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইএসসিতে ভর্তি হন। ১৯৪৫ সালে প্রথম বিভাগে আইএসসি পাস করে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসি প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। এরই মধ্যে ১৯৪৪ সালে বাবা প্রমথ নাথ রায় মারা যান। তার ১ বছরের ব্যবধানে মা কল্যাণী রায়ও মারা যান। বাবা-মা'র মৃত্যুর পর ছোট ভাইবোনদের নিয়ে বারাণসী থেকে কিশোরগঞ্জের বনগ্রামে ফিরে আসেন অজয় রায়। গ্রামে আসার কারণে তার লেখাপড়ায় ছেদ পড়ে। ছোট ভাইবোনরা বনগ্রামের স্কুলেই ভর্তি হয়। ছয় মাস অপেক্ষার পর তিনি মুন্সীগঞ্জ কলেজে বি কম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং ১৯৪৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে বি কম পাস করেন। অজয় রায় যখন স্কুলের ছাত্র তখন থেকেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। বারাণসীতে যে স্কুলে পড়তেন সেখানে ছিল কমিউনিস্টদের প্রভাব। যখন ক্লাস সেভেনে পড়েন সহজাতভাবেই সেদিকে আকৃষ্ট হয়ে ছাত্র ফেডারেশন ও তার মারফত বারাণসীর কমিউনিস্ট নেতাদের সংস্পর্শে আসেন। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় কমিউনিস্ট পার্টি ছিল নিষিদ্ধ। বারাণসীর কমিউনিস্ট নেতাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন বাঙালি এবং বারাণসীতে অজয় রায়রা যে পাড়ায় থাকতেন তার অধিবাসীরাও। সেই সুবাদে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হতে সময় লাগে না। অজয় রায় এ সময় সেই কাজের মাধ্যমে কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি সশস্ত্র আন্দোলনের সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নিলে এর স্লোগানের ভিত্তিতে একটি ছাত্র সম্মেলন করতে গিয়ে তিনি প্রথম গ্রেফতার হন। সেটা ছিল ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাস। তখন মাত্র বি কম পরীক্ষা দিয়েছেন তিনি। ১ বছর জেল খেটে ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে স্বাস্থ্যগত কারণে মুক্তি পান। মুক্তি পেয়ে সংগঠনের কাজের জন্য বাড়ি বা কলকাতায় না গিয়ে মুন্সীগঞ্জের চাঁপাতলী স্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজে যোগ দেন। ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ব্যাপক দেশত্যাগের কারণে ছাত্র সংখ্যা কমে যাওয়ায় স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় তিনি কাছেই রামপাল হাইস্কুলে শিক্ষকতার কাজ নেন। সে বছরেই ১৯৫০-এর সেপ্টেম্বরে তিনি আবার গ্রেফতার হন। এবার ১৯৫৪ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত আটক থাকতে হয়। ১৯৫৪ সালে জানুয়ারিতে মুক্তি দিয়ে ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যাল এলাকায় তাকে অন্তরীণ করা হয়। সেখানে তিনি যুক্ত হন ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সঙ্গে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের আগে ময়মনসিংহে যখন কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য অফিস খোলা হয়, তখন তার দায়িত্ব নেন তিনি। নির্বাচনের আগে আবারও গ্রেফতার করা হয় তাকে।

১৯৫৭ সালে ন্যাপ গঠিত হওয়ার পর তিনি পার্টির সিদ্ধান্তক্রমেই ন্যাপের সহ-সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সময় ন্যাপের ব্যাপারে পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে ময়মনসিংহে জনমত সংগঠনে বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে তিনি আত্মগোপনে চলে যান। আত্মগোপন অবস্থায় তিনি ময়মনসিংহে পার্টি সংগঠন গুছিয়ে তুলতে উদ্যোগী ছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ময়মনসিংহ শহরের মহাখালী স্কুলে ন্যাপ-কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। ময়মনসিংহ শহরে যখন পাক হানাদার বাহিনীর দখলে চলে যায় তখন তিনি মূলত কিশোরগঞ্জকে ভিত্তি করে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের কাজে যুক্ত ছিলেন। জুলাইয়ের শেষভাগে প্রথমে আগরতলা ও পরে কলকাতা হয়ে তিনি মেঘালয়ে বারেংগাপাড়ায় ময়মনসিংহ জেলার ন্যাপ, কমিউনিস্ট পার্টি ও ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে স্থাপিত ক্যাম্পে যোগ দেন এবং মুক্তিযুদ্ধের বাকি সময়টা ওই ক্যাম্পকে ভিত্তি করে মুক্তিযুদ্ধের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর '৭২-এর জানুয়ারিতে তিনি ময়মনসিংহে ফিরে আসেন এবং আবারও জেলা কমিউনিস্ট পার্টি ও চলমান। আন্দোলনের নিজেকে যুক্ত করেন। এ সময়ে তার উদ্যোগেই ময়মনসিংহে ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের শাখা গড়ে ওঠে এবং তাকে স্থানীয় শাখার সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

১৯৭৩ সালে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি ঢাকায় স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন। পার্টির সাংগঠনিক কাজ ছাড়াও উপরোক্ত দায়িত্বগুলো ১৯৯২ সাল পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা পর্যন্ত তার ওপরই ন্যস্ত ছিল। অজয় রায় দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে ১৮ বছর জেলে কাটিয়েছেন এবং স্বাধীনতার আগে ও পরে ৫ বছরের কিছু বেশি সময় কাটিয়েছেন আত্মগোপনে। ২০০২ সালে তিনি সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন ও জঙ্গিবাদ বিরোধী মঞ্চ গড়ে তুলেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি দেশের কথা জাতির কথা চিন্তা করেছেন। অজয় রায় "বাংলার মাটি বাংলার জল পূর্ণ হোক এই ভগবান" এই গানটি খুব পছন্দ করতেন। নিজেই গুন গুন করে গাইতেন।

অজয় রায় কাজ করতেন বিশ্বাস নিয়ে, যাতে নতুন প্রজন্ম আনন্দ ও আশা নিয়ে বাঁচতে পারে। অজয় রায় নতুন প্রজন্মের মাঝে বেঁচে থাকবে।

লেখক : প্রয়াত অজয় রায়ের স্ত্রী

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের বর্ধিত সভায় বক্তব্য রাখছেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত। ছবি : পরিষদ বার্তা

ঐক্য পরিষদের বর্ধিত সভায় সরকারের প্রতি আহ্বান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্বজিত সাধু, কমান্ডার গোপীনাথ দাশ প্রমুখ।

কার্যবিবরণী :

সভার শুরুতে সংগঠনের অন্যতম সভাপতি সাবেক সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট প্রমোদ মানকিন এম.পি, উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্যতম সদস্য অধ্যাপক ড. ললিত মোহন নাথ, প্রগতিশীল আন্দোলনের নেতা ও ঐক্য পরিষদের উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য অজয় রায়, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) অনন্ত কর, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ব্রিগেডিয়ার (অব.) হান্নান শাহ, সব্যাসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক, কবি শহীদ কাদরী, সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য অসিত ভট্টাচার্য, খুলনা মহানগর কমিটির সভাপতি অমিয় সরকার গোরা, নোয়াখালী জেলা কমিটির সহ-সভাপতি এন ডি গোস্বামী, বরগুণা জেলা কমিটির সভাপতি জীবন কৃষ্ণ কর্মকার, সাংবাদিক তিমির দত্ত ছাড়াও চলতি বছরে ইতিমধ্যে যাঁরা হত্যার শিকার হয়েছেন তাঁদের প্রয়াণে শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক এ্যাড. দীপংকর ঘোষ। এক মিনিট দাঁড়িয়ে প্রয়াতদের প্রতি শোক প্রকাশ করা হয়। অতঃপর সংগঠনের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ বিগত ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ অনুষ্ঠিত বিগত বর্ধিত সভার কার্যবিবরণী সভায় উত্থাপন করেন। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মি. নির্মল রোজারিও কর্তৃক সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও গঠনতন্ত্র সংশোধন সংক্রান্ত সাব-কমিটির রিপোর্ট পেশের পর আলোচনায় অংশ নেন সর্বশ্রী ড. নিম চন্দ্র ভৌমিক, ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু এম.পি, চন্দন কুমার চক্রবর্তী (পাবনা), গৌতম কুমার রায় (পিরোজপুর), রমেন চন্দ্র বণিক (জামালপুর), বিশ্বজিৎ সাধু (সাতক্ষীরা), শুকদেব নাথ তপন (ফেনী), এ্যাডভোকেট নৃপেন্দ্র নাথ মণ্ডল (জয়পুরহাট), নির্মল মলিক (গাজীপুর), এ্যাডভোকেট নিতাই প্রসাদ ঘোষ (চট্টগ্রাম মহানগর), বীরেন ঘোষ (খুলনা মহানগর), দেবাশীষ ভৌমিক (কিশোরগঞ্জ), প্রদীপ দাস (ঢাকা), কমান্ডার গোপীনাথ দাশ (নারায়ণগঞ্জ), বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী (সুনামগঞ্জ), তাপস হোড় (চট্টগ্রাম দক্ষিণ), অবিনাশ নন্দী (ভোলা), রূপচাঁন বিশ্বাস (ঢাকা উত্তর), নারায়ণ বিশ্বাস (ঝিনাইদহ), অধ্যাপক ড. শ্যামল দাশ (খুলনা), স্বরাজ বিশ্বাস (হবিগঞ্জ), এ্যাডভোকেট ইন্দ্রনাথ রায় (ঠাকুরগাঁও), অধ্যাপক রণজিত দে (চট্টগ্রাম উত্তর), জয়ন্তী রায় ও প্রিয়া সাহা (মহিলা ঐক্য পরিষদ)।

বাংলাদেশের প্রায় সব জেলার প্রতিনিধিরা এবং কেন্দ্রীয় কমিটি ও উপদেষ্টামণ্ডলীর অনেকেই সভায় উপস্থিত থাকলেও বক্তব্য রাখা সময়ের অভাবে তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সভায় এক পর্যায়ে অন্যতম কেন্দ্রীয় সভাপতি হিসেবে এ্যাডভোকেট প্রমোদ মানকিন এম.পি'র মৃত্যুতে তাঁর শূন্য পদে হিউবার্ট গোমেজের নাম প্রস্তাব করেন এ্যাডভোকেট নৃপেন্দ্র নাথ মণ্ডল ও তা সমর্থন করেন শুকদেব নাথ তপন। সভার দ্বিতীয় পর্বে বিসিসিএম-র সদস্য ও বিকল্প সদস্য হিসেবে সাবেক জেলা প্রশাসক দেবাশীষ নাগ ও মিলন দত্তের নাম প্রস্তাব করেন নির্মল চ্যাটার্জী। সভায় আলোচনাক্রমে নিম্নোক্ত প্রস্তাবাবলী গৃহীত হয়-

(১) এই বর্ধিত সভা গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বর্ধিত সভার গৃহীত প্রস্তাবাবলী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করছে। (২) এই বর্ধিত সভা সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন আংশিক সংশোধনসহ সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। (৩) আগামি বছরের এপ্রিল মাসের মধ্যে যে কোন সুবিধামত দিনে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে বা সুবিধাজনক স্থানে সংগঠনের নবম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। (৪) এই বর্ধিত সভা আগামি ২০১৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংখ্যালঘুদের প্রাণের দাবি ঐতিহাসিক ৭-দফা আদায়ের লক্ষ্যে সারা দেশে জনমত সংগঠনে সভা-সমাবেশ-সম্মেলন-মতবিনিময়সহ মানবাধিকারের আন্দোলন জোরদারের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। (৫) আগামী ২০১৯ সালের জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে ২০১৮ সালের যে কোন সুবিধামত সময়ে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহাসমাবেশের আয়োজনের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে। (৬) এই বর্ধিত সভা মেয়াদোত্তীর্ণ জেলা বা মহানগর কমিটির সম্মেলনের আয়োজনে নির্দেশ প্রদানের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। সভা আরও সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে সকল মেয়াদোত্তীর্ণ জেলা বা মহানগর কমিটি দ্রুততম সময়ে সম্মেলন আয়োজনের উদ্যোগ না নিলে সেসব কমিটি বাতিল করে দিয়ে আহ্বায়ক কমিটি গঠনপূর্বক সম্মেলনের আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। (৭) এই বর্ধিত সভা অনতিবিলম্বে জাতীয় সম্মেলনের আয়োজনের জন্য সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠনসহ নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণের নিমিত্তে সংগঠনের স্থায়ী কমিটির উপর দায়িত্ব অর্পণের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। (৮) এই সভা সংগঠনের মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা'-র প্রকাশনা মাসিক পর্যায়ে অব্যাহত রাখার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তবে, প্রত্যেক জেলা/মহানগর কমিটিকে বকেয়াসহ নিয়মিত মূল্য সংগঠনের ব্যাংক একাউন্টে অনতিবিলম্বে প্রেরণের নির্দেশদানের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। (৯) এই সভা সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে বিদ্যমান ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছে। (১০) এই বর্ধিত সভা মানবাধিকারের আন্দোলনকে ক্রমাগত জোরদার ও সংহত করার লক্ষে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সকল পর্যায়ের সংগঠনসহ রাজনৈতিক, সামাজিক, নাগরিক ও ধর্মীয় সংগঠনসমূহের সাথে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। (১১) এই বর্ধিত সভা দেশব্যাপী সকল পর্যায়ের আইন শৃংখলা কমিটিতে সংগঠনের প্রতিনিধিত্বকারী সকল পর্যায়ের নেতাকে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে দৃঢ় ভূমিকা পালনের অনুরোধ জানানোর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। (১২) এই বর্ধিত সভা প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রের ব্যাপারে প্রত্যেক জেলা/মহানগর কমিটিকে আগামী ১৫ নভেম্বর, ২০১৬ ইং তারিখের মধ্যে স্ব স্ব মতামত কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে প্রেরণের নির্দেশ দানের এবং উক্ত মতামত প্রাপ্তির অব্যবহিত পর এই সভার পক্ষে তা' চূড়ান্তভাবে অনুমোদন দানের জন্যে সংগঠনের স্থায়ী কমিটির উপর দায়িত্ব অর্পণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। (১৩) এই বর্ধিত সভা সংগঠনের অন্যতম সভাপতি পদে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের পক্ষে হিউবার্ট গোমেজকে নির্বাচিত করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

'অজয় রায় ছিলেন আমাদের বাতিঘর'

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তিন সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত বীরউত্তম, উষাতন তালুকদার এমপি ও হিউবার্ট গোমেজ এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. রানা দাশগুপ্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও ঐক্য পরিষদের অন্যতম উপদেষ্টা অজয় রায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, বৃটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যাঁর নেতৃত্ব ছিল অবিসংবাদিত এবং নিরলস, তৎপরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশে মানুষের সার্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠায় যিনি লড়াই করে গেছেন আমৃত্যু, সেই সংগ্রামী অজয় রায়ের অভাব আমরা প্রতিনিয়ত অনুভব করবো। সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে রাজপথে, সমাজ সচেতনতায় এবং লেখালেখির মাধ্যমে তিনি আমাদের সামনে ছিলেন বাতিঘর হিসেবে। এই ধরনের আলোকোজ্জ্বল মানুষের মৃত্যু হয় না।

ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দ প্রয়াত অজয় রায়ের শোকবিহ্বল পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানান এবং পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি জয়ন্ত সেন দীপু ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. তাপস কুমার পাল এবং মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির

পৃষ্ঠা ২

বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশন

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ থেকে ৭৫ টি শাখা সংগঠনের ৬ শতাধিক কাউন্সিলর ও প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের নতুন নেতৃত্ব :

সভাপতি নির্মল রোজারিও, উর্ধতন সহ-সভাপতি জর্জ রোজারিও, সহ-সভাপতি জুয়েল আরেং, এমপি, নরবার্ট নিপু অধিকারী, তপন মারাক, বাবু মার্কুজ গমেজ, তুষার বাবলু লোবে, মুক্তিযোদ্ধা ইগ্নাসিয়াস গমেজ (ইনু), জোনাস গমেজ, সুরঞ্জন বিশ্বাস, মহাসচিব হেমন্ত আই কোড়াইয়া, যুগ্ম-সচিব-১ জেমস সুব্রত হাজরা, যুগ্ম-সচিব-২ যোসেফ ডি, সরকার, অর্থ সম্পাদক বিলাস বি, গমেজ, সাংগঠনিক সম্পাদক নিপুন সাংমা, শিক্ষা সম্পাদক দানিয়েল সিকদার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পিন্টু পিউরিফিকেশন, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক থিওফিল রোজারিও, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জন অরুনেশ বাড়ৈ, আইন বিষয়ক সম্পাদক পংকজ গিলবার্ট কস্তা, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক কল্পনা ফলিয়া, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা সন্তোষ গমেজ, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক পূর্ণিমা মারীয়া গমেজ, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক সলোমন রোজারিও, যুব বিষয়ক সম্পাদক মাইকেল গমেজ, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক সোরিন আরেং, দপ্তর সম্পাদক স্বপন রোজারিও, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক টমাস রোজারিও, প্রদীপ কুমার শর্মা, ডেনিস আলেকজান্ডার কস্তা, লুইস গমেজ, প্রদীপ বিশ্বাস, মুকুল বিশ্বাস, ডেবিড বাবলু গমেজ, সহ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক নিখিল মানকিন, সহ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ত্রিপলী দারিং, নির্বাহী সদস্য প্রশান্ত বিশ্বাস, বিনয় সুব্রত কোড়াইয়া, সুধাংশু বোস, অরবিন্দ রায়, থিওফিল হাসদাক, গ্রাব্রিয়েল কস্তা, ভিক্টর রে, অরুন ডি কস্তা, জেমস কস্তা, গগন রোজারিও, বাদল রড্রিক্স, রতন পিটার কোড়াইয়া, রবিন জহর, মার্শেল গমেজ, উইলিয়াম দাজেল।

বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।
ছবি : পরিষদ বার্তা

ধর্ম যার যার
ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার নাসিরনগর ও হবিগঞ্জের মাধবপুরে
সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী হামলার বিচার চাই
রাষ্ট্র সবার
বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদ
ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জে সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের মানববন্ধন ও বিক্ষোভ। ছবি : পরিষদ বার্তা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জে সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিবাদে মানববন্ধন

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগর ও হবিগঞ্জের মাধবপুরে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক সহিংসতার প্রতিবাদে বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে ৩১ অক্টোবর বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক মানব বন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

মানববন্ধনে সমবেত বক্তারা বলেন, সাম্প্রদায়িক হামলায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রতিমা ভাংচুর করা হয়েছে। জগন্নাথ মন্দির, লোকনাথ মন্দির, কাশীপাড়া কালীমন্দির, বিশ্বকর্মা মন্দির, শিবমন্দিরসহ বেশ কয়েকটি মন্দিরের প্রতিমা ভাংচুর ও লুটপাট হয়েছে, কাশীপাড়া, নমঃশুদ্রপাড়া, দত্তপাড়া, মহাকালপাড়াসহ বিভিন্ন হিন্দু বসতি এলাকায় প্রায় বহু ঘর-বাড়ি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আক্রান্ত হয়েছে এবং গৌরমন্দিরের ব্রহ্মচারী গুরুতর আহত হয়েছেন। পরিকল্পিত এ ঘটনায় সংখ্যালঘু জনগণ নিদারুণ শংকা ও নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘটনা আবার একটা সর্তক সংকেত। নেতৃবৃন্দ বলেন, ফেইসবুকে যে পোস্ট নিয়ে সহিংসতা সেটি ছিল ফেইক বা জাল। নিয়মিত বিরতিতে সংখ্যালঘুদের উপর এ রকম আক্রমণ জাতীয় সংহতির উপর বিরাট আঘাত।

নেতৃবৃন্দ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, এতগুলো মন্দির ও বাড়িতে হামলা হলো, অথচ প্রশাসন কিছু করতে পারলো না। সঠিক সময়ে ব্যবস্থা নিলে এ হামলা ঠেকানো যেত। মানববন্ধন শেষে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদের সভাপতি নির্মল কুমার চ্যাটার্জীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, কাজল দেবনাথ, মঞ্জু ধর, উইলিয়াম প্রলয় সমাদ্দার বাপ্পী, রমেন মণ্ডল, এ্যাড. শ্যামল কুমার রায়, এ্যাড. কিশোর রঞ্জন মণ্ডল, ব্রজগোপাল দত্ত, এ্যাড. কিশোর রঞ্জন বসু রায় চৌধুরী পিন্টু, পদ্মাবতী দেবী, মাধুরী চক্রবর্তী মিলি, উর্মি ঢালী, এ্যাড. বিনয় ঘোষ বিটু, এ্যাড. তপন ঘোষ প্রমুখ।

হিউবার্ট গোমেজ ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি নির্বাচিত

॥ নিজস্ব বার্তা প্রতিবেদক ॥

বিশিষ্ট খ্রিস্টান নেতা হিউবার্ট গোমেজ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি এর আগে সংগঠনের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। হিউবার্ট গোমেজ দীর্ঘদিন ধরে মানবাধিকার আন্দোলন ও ঐক্য পরিষদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা, ইতোপূর্বে তিনি এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি ছিলেন।

গত ২৮ অক্টোবর বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে হিউবার্ট গোমেজকে অন্যতম সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মার্কিন দূতাবাসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। বাড়ি ঢাকার নবাবগঞ্জে।

নেদারল্যান্ডের মানবাধিকার বিষয়ক রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক

॥ নিজস্ব বার্তা প্রতিবেদক ॥

নেদারল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মানবাধিকার বিষয়ক রাষ্ট্রদূত মি. কিস ভ্যান বার সম্প্রতি বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন। সফরের এক পর্যায়ে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে তিনি বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং ও মানবাধিকার বিষয়ক গবেষক অধ্যাপক মেসবাহ কামালের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। গত ২৬ অক্টোবর সকালে নেদারল্যান্ড দূতাবাসে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে অন্যান্যের মধ্যে নেদারল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত লিওনি কুয়েলেনের উপস্থিত ছিলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘটনা নতুন নয় ॥ আঙ্গুল উঠছে রাজনৈতিক নেতৃত্বের দিকে

ভাষ্যকার

ব্রাহ্মণবাড়িয়া নাসিরনগরে ফেসবুকে কথিত ধর্মঅবমাননার ঘটনায় হিন্দু সম্প্রদায়কে যে ভয়ংকর মূল্য দিতে হলো তা নতুন নয়। এ ধরনের ঘটনা পাবনার সাঁথিয়া, কক্সবাজারের রামু, দিনাজপুর, বাগেরহাটসহ বিভিন্ন স্থানে ঘটেছে। এসব স্থানের ক্ষত এখনো শুকোয়নি। নাসিরনগরের ঘটনায়ও অন্যান্য স্থানের মতো প্রশ্ন উঠেছে, প্রশাসন সময়মতো ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে সংবাদপত্রের খবরে বলা হয়েছে, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের দুই প্রভাবশালী নেতার বিরোধের কারণেই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিরনগরে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ও মন্দিরে হামলা-ভাঙচুরের ঘটনায় স্থানীয় আইনশৃংখলা বাহিনী ও প্রশাসন যথাযথ সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। সর্বশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে সরকার, থানার ওসিকে বদলি করা হয়েছে। বদলি কি আসলে কোন শাস্তি? সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক হামলার পর এ ধরনের ব্যবস্থা নিতে দেখা গেছে। যদি কোন এক স্থানে ওসির দায়িত্বহীনতা দেখা যায়, বদলির পর যে স্থানে তাকে পাঠানো হবে, সেখানে কি মনোভাবে পরিবর্তন ঘটবে? অন্যদিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ও

পৃষ্ঠা ২

বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের কাউন্সিল

নির্মল রোজারিও সভাপতি হেমন্ত আই কোড়াইয়া মহাসচিব নির্বাচিত

নির্মল রোজারিও
সভাপতি

হেমন্ত আই কোড়াইয়া
মহাসচিব

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ খ্রিস্টান এসোসিয়েশনের জাতীয় সম্মেলন ও ৫ম কাউন্সিল অধিবেশন ৭ অক্টোবর ২০১৬ বিকেলে ৩.০০ মিনিটে, সিবিসিবি সেন্টার, ২৪/সি, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকায় সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জর্জ রোজারিও'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কাউন্সিল অধিবেশনে সংগঠনের প্রয়াত সভাপতি ও সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী এডভোকেট প্রমোদ মানকিন এমপি'র স্মরণে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করার পর ৪র্থ কাউন্সিল অধিবেশনের কার্যবিবরণী, কার্যক্রম প্রতিবেদন, আর্থিক প্রতিবেদন, গঠনতন্ত্র সংশোধন ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরী কমিটির নির্বাচনে নির্মল রোজারিও সভাপতি, জর্জ রোজারিও সিনিয়র সহ-সভাপতি, জুয়েল আরেং এমপি অন্যতম সহ-সভাপতি, হেমন্ত আই কোড়াইয়া মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচন পরিচালনা করেন হিউবার্ট গমেজ, বিভাস গমেজ ও সাইমন গমেজ। নির্মল রোজারিও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

কাউন্সিলের পূর্বে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় সম্মেলন। জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল,এমপি এবং উদ্বোধক হিসেবে ঢাকার আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি' রোজারিও, সিএসসি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এমপি, ময়মনসিংহ-১ (হালুয়াঘাট-ধোবাউড়া) আসনের মাননীয় সাংসদ জুয়েল আরেং এমপি, বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, জাতীয় চার্চ পরিষদের সভাপতি জয়ন্ত অধিকারী, ন্যাশনাল খ্রিস্টিয়ান ফেলোশীপ অব বাংলাদেশ-এর সভাপতি বিশপ ফিলিপ অধিকারী, দি খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ঢাকা-এর প্রেসিডেন্ট বাবু মার্কুস গমেজ ও দি মেট্রোপলিটান খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিঃ-এর চেয়ারম্যান আগস্টিন পিউরিফিকেশন।

এই সম্মেলন ও কাউন্সিল অধিবেশন সারা

পৃষ্ঠা ৭

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় সম্পাদক : বাসুদেব ধর E-mail : parishadbarta@gmail.com মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ২৬, বীরউত্তম সি আর দত্ত সড়ক, নাহার প্লাজা, ১০ম তলা, (কক্ষ নং, ১০০৮ বি) ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত। ০১৭১৫১৫৮৩৩২